রামরাস।

বড়া নিবাসি

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বসু কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়া

তস্য অনুমতিক্রমে

কলিকাতা

শ্রীমধুসূদন শীলের চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে

প্রথমবার মুদ্রিত।

আহীরীটোলা ৯ নম্বর বাটী।

১২৬৯

সূচীপত্র

সূচীপত্র ।

রামরাস।

ভূমিকা।

নমো নমো নারায়ণ ত্রিভুবনপতি।
যাঁর পদ সেবনে কমলা সরস্বতী॥
ব্রহ্মার জনম যাঁর সুনাভিপঙ্কজে।
গঙ্গার উৎপত্তি যাঁর চরণসরোজে॥
হেন মহাপ্রভুপায় মনেতে ভাবিয়া।
প্রকাশিনু প্রভুলীলা ভাষায় রচিয়া॥
ভাবি মনে কবি নহি কি জানি কি হয়।
যাদৃশ দরিদ্র জন আশা কম নয়॥
শৃগাল হইয়া চাহে পূজা সিংহমাঝে।
বামন ধরিতে যেন চাহে দ্বিজরাজে॥
গিরি লংঘাইতে যেন চাহে পঙ্গুজন।
গজেরে ধরিতে যেন মশা করে মনঃ॥
সেই মত আশা মোর দেখি বিপরীত।
হরিষে বিষাদ হয়ে ভাবেতে মোহিত॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রপদ করিয়া স্মরণ।
প্রভুলীলা প্রকাশিব নূতন রচন॥

বিপর্য্যয় ভয় মোর মনে হয় আর।
ভাগ্যদোষে পাছে পরিশ্রম হয় সার॥
এই পরিহার মাগি পণ্ডিত সদনে।
অজ্ঞানের দোষ না লইবে কোন জনে॥
যদ্যপি অশুদ্ধ দেখ শুদ্ধ করি দিবে।
অজ্ঞানের অপরাধ মার্জ্জনা করিবে॥
বিদ্বান হইলে তার এই সে উচিত।
দোষ ত্যজি গুণ ধরে মহতের রীত॥
বিপ্রপদরজঃ পিতৃলোকের চরণ।
শিক্ষাগুরুপাদপদ্ম করিয়া স্মরণ॥
দীক্ষাগুরুপদাম্বুজ মনেতে আভরি।
জনক জননীপাদপদ্ম শিরে ধরি॥
গুরুজনচরণপঙ্কজে করি নতি।
বিরচির প্রভুলীলা করিয়া ভকতি॥
তন্ত্র মত কব আমি বাহুল্য না জানি।
জ্ঞানকাণ্ডে মহাযোগে কন শূলপাণি।
শৈলরাজসুতা গৌরী শুনেন সাদরে।
ত্রেতাযুগে যে লীলা করিলা রঘুবরে॥
চিত্রকূট শৈলে বাস করিলা যখন।
জনকনন্দিনী সঙ্গে অনুজ লক্ষ্মণ॥
সেই রামলীলা-কথা বিস্তার করিয়া।
কহিব সে সুধারস ভাষায় রচিয়া॥
পূর্ণব্রহ্ম অবতার কৌশল্যানন্দন।
শ্রীকেদারনাথ বসু করিলা রচন॥

গ্রন্থকারের পরিচয়।

অতঃপর নিবেদন শুন মহাশয়।
আপনার পরিচয় দিতে কিছু হয়॥
জাহ্নবী পশ্চিমতটে গ্রাম শ্রীরামপুর।
তাহার পশ্চিমদিক্ অতি অল্পদূর॥
বিশিষ্ট সমাজ খ্যাত নামে বড়াগ্রাম।
কুলীন কায়স্থ বিশ্বনাথ বসু নাম॥
তাহার তনয় আমি দীন অকিঞ্চন।
পরমাত্মতত্ত্বে মন মত্ত সর্ব্বক্ষণ॥
যুগল তনয় মোর সর্ব্ব প্রিয়বর।
জ্যেষ্ঠ প্রিয়নাথ বসু গুণে গুণাকর॥
কনিষ্ঠ শ্রীরঙ্গনাথ বসু গুণধাম।
সর্ব্বদা করুণাদৃষ্টে চাহিবে শ্রীরাম॥
অতঃপর নিবেদন সবার চরণে।
গ্রন্থারম্ভে সশঙ্কিত হই বড় মনে॥
পাছে ছন্দ ধরে খল এই বড় ভয়।
যা করেন রামচন্দ্র কৌশল্যাতনয়॥
প্রভুর কীর্ত্তনে প্রভু অনুকূল হলে।
কণ্ঠে অধিষ্ঠান হয়ে বাক্য বলাইবে॥
পতিতপাবন রাম করুণাসাগর।
কৃপাদৃষ্টে হের নাথ তারিতে পামর॥
শ্রীকেদারনাথ কহে গীতে দেহ মনঃ।
নূতন কবিতারস শুন সর্ব্বজন॥

গণেশবন্দনা।

রাগিণী ইমন। তাল কাওয়ালি।

নমো গণেশ গজবদন। হে হে, লম্বোদর একদন্ত, বিঘ্ন বিপদ হরণ। খর্ব্ব কায় প্রভু সর্ব্ব শুভকর, পার্ব্বতীনন্দন ব্রহ্ম পরাৎপর, উরুণ অরুণ আভা কলেবর, সেবি চরণ শরণ॥ ধ্রু॥

ত্রিপদী।

গণেশ্বর গজানন, প্রণমামি অগণন,
লম্বোদর খর্ব্ব কলেবর।
সর্ব্বজ্ঞ সুবিজ্ঞতম, গিরিসুতা মনোরম,
মহাযোগী পরম সুন্দর।
সুশোভিত চারি করে, শঙ্খ চক্র গদা ধরে,
পদ্মাকারে পাণি শোভে তায়।
যোগপাট্টা দোলে গলে, ক্রীড়া করে নানা ছলে,
রতন নূপুর রাঙ্গা পায়॥
কি উজ্জ্বল ত্রিনয়ন, সিন্দূরাভ সুবরণ,
বিরাজিত মূষিক বাহন।
শ্রবণে শোভে কুণ্ডল, সুউজ্জ্বল ঝলমল,
শিরেতে মুকুট সুকিরণ॥
চতুর্ব্বেদ পরায়ণ, তুমি ব্রহ্ম নারায়ণ,
সর্ব্বাগ্রে তোমার পূজা হয়।
সর্ব্ব কার্য্যে শুভকর, সর্ব্বেশ্বর পরাৎপর,

বিঘ্নবিনাশন নাম, পূর্ণ কর মনস্কাম,
ও চরণ বিনা নাহি গতি।
আমি অতি অকিঞ্চন, না জানি জপ ভজন,
দীনে কৃপা কর গণপতি॥
বাসনা মোর মনেতে, নিবেদন ও পদেতে,
শ্রীরামের লীলা প্রকাশিব।
কবি নহি ভাবি চিতে, কি বলিব কি বলিতে,
ভাবি মনে কি রূপে রচিব॥
তুমি হে জগৎ গুরু, শ্রীচরণ কল্পতরু,
দিব্য জ্ঞান কর মোরে দান।
কৃপাবলোকন কর, দীনের দুরিত হর,
দীনে ফিরে চাহ ভগবান॥
সুখ মোক্ষ জ্ঞানোদয়, শ্রীপদ ভজনে হয়,
স্মরণে দুর্মতি হয় নাশ।
শ্রীকেদারনাথ কয়, কৃপা কর কৃপাময়,
অকৃতী পামর নিজ দাস॥

অথ কালিকাবন্দনা।

রাগিণী বাহার। তাল জৎ।

কালি কৃপয়া মা প্রপন্ন জনে। শরণ লয়েছি ঐ শ্রীরাঙ্গা চরণে॥ মা তোর নামের জোরে, ভব ভবে নাহি ঘোরে, সার জেনে হৃদে তোমে [illegible]

রামরাস।

ত্রিপদী।

নমামি বিশ্ববন্দিনি, কালি কালনিবারিণি,
দয়াময়ি ধূর্জ্জটি আরাধ্যে।
স্বর্গ রসাতল ভূমি, সকলের মূলে তুমি,
তুমি আদ্য তুমি অন্ত মধ্যে॥
বরণ নীলনলিনী, নবঘন আভা জিনি,
ষোড়শী রূপসী সচঞ্চলা।
চরণতল বরণ, জিনি তরুণ অরুণ,
নখরে উদয় শশিকলা॥
রতন নূপুর বাজে, ভ্রমরী কাঞ্চনে সাজে,
ঝঙ্কারে মোহিত তিন পুর।
কটিতে কিঙ্কিনী বেড়া, নরকরশ্রেণী ঘেরা,
তাহে গাথা রতন ঘুঙ্গুর॥
তদূর্দ্ধে নাভি গভীর, প্রকাশে ত্রিবলি শির,
সুপ্রসন্ন হৃদয় সরস।
গিরিশৃঙ্গ করিকুম্ভ, শ্রীফল কিবা দাড়িম্ব,
পয়োধর সুধার কলস॥
সুশাণকৃপাণ করে, বরাভয় মুণ্ড ধরে,
চারি ভুজে দেখিতে সুন্দর।
কিবা ভুবন উজ্জ্বলা, গলে দোলে মুণ্ডমালা,
রুধিরেতে মাখা কলেবর॥
কোটি চন্দ্রপ্রভা জিনি, সুপ্রকাশ্য মুখখানি,
সুধারাশি বরিষে বচন।

কুন্দপুষ্প মুক্তারুচি, কিবা দাড়িম্বের শুচি,
ভয়ঙ্কর বিকট দশন।
লোলজিহ্বা রক্তরসে, ধারা বহিতেছে কসে,
কর্ণভূষণ শব শিশু দোলে।
শুকচঞ্চু তিলফুল, নহে নাসিকার তুল,
ত্রিনয়নে ভালে অগ্নি জ্বলে॥
এলোকেশী দিগম্বরী, শবাসনা ভয়ঙ্করী,
ডাকিনী যোগিনী ফেরে সঙ্গে।
সদা শ্মশানবাসিনী, শ্মশানে রণরঙ্গিণী,
দেবারি নাশয়ে ভূরুভঙ্গে॥
করালকায় শরীরে, যেন জবা ভাসে নীরে,
শোণিতের ধারা কি শোভিছে।
চৌদিকে বেষ্টিত ভূত, অগণনা শিবদূত,
পিশাচ ভৈরব যে নাচিছে॥
ত্যজি স্বর্ণপুরী কাশী, চরণে রুদ্র সন্ন্যাসী,
দিবানিশি নিরীক্ষণ করে।
চন্দনাক্ত রক্তজবা, শ্রীপদে দিয়েছে কেবা,
ধ্যায় পদ সুরাসুর নরে॥
তুমি মা সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গলদায়িনী।
সংসারে হিতকারিণী, মহাপ্রলয় বারিণী,
বিশ্বগতি জগৎ তারিণী॥
আমি দীন অকিঞ্চন, চরণে শরণাপন্ন,
রক্ষা কর দীন হীন জনে।
তরিবারে ভবঘোর, কেবল ভরসা তোর,

মা তোর অপার মহিমা বেদে শুনি।
তাই ডাকি প্রাণপণে, কৃপা কর এ প্রপন্নে,
তবে সে মাহাত্ম্য বড় গণি॥
হৈমবতী হরজায়া, দাক্ষায়ণী মহামায়া,
বিশালাক্ষী বারাহী বিমলা।
যোগাধ্যা রাজবল্লভী, জয়া সুনন্দা বৈষ্ণবী,
জগদম্বা বহুলা বগলা॥
কৃপাময়ী কৃপাদৃষ্টে, বারেক চাহ গরিষ্ঠে,
তুষ্ট হয়ে তাপিত তনয়ে।
শ্রীকেদারনাথ বলে, স্থান দিও পদতলে,
এ দাসের নিদান সময়ে॥

অথ গঙ্গার বন্দনা।

রাগিণী কানাংড়া: তাল একতালা।

হের মা অপাঙ্গে গঙ্গে করুণাকারিণী। সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা, ত্রৈলোক্য তারিণী॥ ঐ বারি কারণবারি, সৃষ্টি আদি সুসঞ্চারি, শিরে ধরে ত্রিপুরারি, ত্রিতাপহারিণী॥ ধ্রু॥

লঘুত্রিপদী।

দেবী সুরেশ্বরী, গিরীন্দ্রকুমারী,
মাতা ভগবতী গঙ্গে।
ত্রিপথ গামিনী, ত্রিলোকতারিণী,
ভব তরল তরঙ্গে॥

শম্ভুশিরোমণি, পতিতপাবনী,
ভাগীরথী নিরাকার।
আগম নিগমে, নাহি দিতে সীমে,
তব মহিমে অপার॥
ও.জল মহিমা, অতুল অসীমা,
কৃপাময়ি মাতর্গঙ্গে।
হরিপাদোদ্ভবা, তরঙ্গিণী শিবা,
বিধু ধবল তরঙ্গে॥
দূরীকুরু মম, দুষ্কৃতি করম,
ভবসিন্ধু কর পার।
তোমার সলিলে, জীবন ত্যজিলে,
পুনর্জ্জন্ম নাহি আর॥
তোমারে যে জন, করয়ে ভজন,
তাহারে রক্ষ তারিণী।
শমনের ভয়, তার নাহি হয়,
জাহ্নবী মোক্ষদায়িনী॥
পতিতোদ্ধারিণী, ভীষ্মের জননী,
বিশ্বময়ী লোকগতি।
ত্রিতাপহারিণী, শোক নিবারিণী,
কুরু কৃপা ভাগীরথী॥
তব কৃপা যারে, থাকে এ সংসারে,
যম তারে করে ভয়।
চতুর্ব্বর্গ ফল, তার করতল,
পুনঃ গর্ভবাস নয়॥

নরকবারিণী, কলুষনাশিনী,
মোক্ষদা জাহ্নবী গঙ্গে।
জয় জয় গঙ্গে, এ দিন ক্ষীণাঙ্গে,
হের মা করুণাপাঙ্গে॥
সুখদে শুভদে, জ্ঞানদে প্রেমদে,
সুরধুনী ভগবতী।
রোগ শোক তাপ, সংহর গো পাপ,
গঙ্গে হর মে কুমতি॥
সেবকপালিনী, করুণাকারিণী,
দেহ মা চরণাশ্রয়।
দর্শনে তোমার, পুণ্যের সঞ্চার,
স্পর্শনেতে পাপ ক্ষয়॥
নিকটে তোমার, বসতি যাহার,
সেই জন পুণ্যাধীন।
ধনবন্ত বৈসে, তোমা হীন দেশে,
নহে নৃপতি কুলীন॥
বরমিহ নীরে, কমঠ শরীরে,
কিম্বা নকুট সফরী।
ধন্য করি মানি, পুণ্য মধ্যে জানি,
দেবতা তুলনা করি॥
ভো ভুবনেশ্বরি, শ্বেতাঙ্গী সুন্দরী,
সুরাসুর নর মাতা।
তিন সংসার, সকলি তোমার,
তুমি মা ধাতার ধাতা॥

তব জলে পাক, অন্ন কিম্বা শাক,
দেবতা দুর্লভ গণি।
সে অন্ন যে খায়, যমজয় যায়,
কহেছেন ব্যাস মুনি॥
সূর্য্য বংশে জানি, ভগীরথ জ্ঞানী,
তোমারে ক্ষিতি আনিল।
ব্রহ্মশাপে ধ্বংস, তাঁর পূর্ব্ববংশ,
তাসবারে উদ্ধারিল॥
শতেক যোজনে, থাকিয়ে যে জনে,
গঙ্গা গঙ্গা মুখে বলে।
ধন্য সেই নর, পুণ্য কলেবর,
প্রাণান্তে বৈকুণ্ঠে চলে॥
সাগরসঙ্গম, স্থান অনুপম,
দরশনে পাপ হরে।
ব্রহ্মহত্যা পাপী, হয় বিষ্ণুরূপী,
মকরে স্নান যে করে॥
অপমৃত্যু ক্ষয়, নারায়ণ হয়,
অস্থি যদি পড়ে জলে।
মহাদুরাচারী, পরশে ও বারি,
স্বকায় বৈকুণ্ঠ চলে॥
এ দেহ পতনে, তোমার বিহনে,
কেহ নাহি গো শিবানি।
পিতা মাতা যত, দারা সুত কত,
আর যত বন্ধু জানি॥

জীবন ছাড়িলে, শ্মশানেতে ফেলে,
ক্ষণমাত্র হা হুতাশ।
হরি হরি বলে, ঘরে এসে চলে,
পরিয়া নূতন বাস॥
সেকালে জননি, তুমি সুরধুনী,
পুত্র বলে কর ক্রোড়ে।
পাপু নরকুল, সব সমতুল,
হেন দয়া কেবা করে॥
জীবন পর্য্যন্ত, সকল সম্বন্ধ,
অন্তে তুমি কর অঙ্গে।
ত্রৈলোক্যতারিণী, করুণাকারিণী,
দেবী দ্রবময়ী গঙ্গে॥
গঙ্গার চরণ, করিয়া স্মরণ,
নয়ন মুদিত করি।
কহিছে কেদার, শ্রীপদ গঙ্গার,
চরমে দেখিয়া মরি॥

অথ শ্রীচৈতন্যদেব বন্দনা।

গোরানিধি কোথায় গেলে পাবরে। অজে হৃদি নদেপুর, কোথা গেল সে গৌর, তারে না দেখিয়া প্রাণ কাঁদেরে॥ হিয়া বিদরিয়া যায় রে। আমি কোথা যাব রে॥ ধ্রু॥

ত্রিপদী।

বন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্য শচীর কুমার।

নবদ্বীপে অবতরী, শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ ধরি,
লীলা কৈলা অতি চমৎকার ॥
ধন্য কলিযুগ ধন্য, যাহে প্রভু অবতীর্ণ,
নরবেশে গৌরবরণ।
শত কোটি ইন্দুপ্রভা, জিনিয়া বরণ আভা,
মোহ যায় জগতের জন ॥
নবীন কিশোর কায়, তেজোরাশি দীপ্ত পায়,
পারিষদগণ সঙ্গে যত;
ছাড়িয়া সংসার আশ, করিলেন ধর্ম্মসন্ন্যাস,
প্রকাশিলা প্রেমরস কত ॥
কমণ্ডলু করে করি, কটিতে কৌপীন পরি,
বহির্ব্বাসে করি আচ্ছাদন।
মুড়ায়ে চাঁচর কেশ, ধরিয়া সন্ন্যাসীবেশ,
স্থানেং করয়ে ভ্রমণ ॥
মুখে সদা হরিবোল, ভীম শব্দ মহারোল,
অন্য বোল মুখে নাহি আর।
হরিনাম প্রকাশিলা, মুক্তিপথ দেখাইলা,
অনায়াসে তরিবে সংসার ॥
শ্রীরাধিকা ভাবে হরি, শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ ধরি,
রাধাভাবে হয়ে গদ গদ।
ঢলিয়া পড়েন ধরা, ভাবেতে না যায় ধরা,
রাধানাম ভকতির ছন্দ ॥
সংহতি বৈষ্ণবগণ, হরিনাম সংকীর্ত্তন,

বাজে খোল করতাল, কেহ বলে ভাল ভাল,
কেহ ভাবে গড়াগড়ি যায়॥
ঊর্দ্ধ মুখে ঊর্দ্ধ পদে, কেহ নাচে প্রেমমদে,
কেহ বলে হরি হরি বোল।
কেহ মোহিতে মহীতে, পড়ে কান্দিতে কান্দিতে,
কেহ তারে ধরে দেয় কোল।
ভারতি গোসাঞি সঙ্গে, নাচিয়া গাইয়া রঙ্গে,
নীলাচলে করিলা গমন।
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, সংসার করিলা ধন্য,
দেহ মোরে চরণ শরণ॥
হাহা পভু শ্রীগৌরাঙ্গ দয়া কর দীনে।
আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি প্রেমভকতি,
করুণা কে করে তোমা বিনে॥
তুমিত করুণাসিন্ধু, কিঞ্চিৎ করুণাবিন্দু,
দীনবন্ধু দীনে কর দান।
পুরাও মনের আশ, সেবা দিয়া কর দাস,
হাহা প্রভু কর পরিত্রাণ॥
মিছে সংসার মায়ায়, গৃহ কারাগার প্রায়,
মুক্ত আমি হব কত ক্ষণে।
করুণা করিবে কবে, এ যন্ত্রণা যাবে তবে,
কবে আমি যাব বৃন্দাবনে॥
মুখে তব গুণ গাব, কুঞ্জে কুঞ্জে যেগো যাব,
সম্ভাষিব প্রভুভক্তগণে।
ব্রজবাসি পদরেণু, ভূষিত করিব তনু,
সর্ব্বদা বঞ্চিব সাধুসনে॥

এই মনে অভিলাষ, পূরাহ দাসের আশ,
তবে ধন্য হয় নরকায়া।
শ্রীবৃন্দাবননাথ বলে, মহাপ্রভু দয়া হলে,
তবে ঘুচে সংসারের মায়া॥

শ্রীরামচন্দ্রবন্দনা।

ত্রিপদী।

হইয়ে পামর ভ্রান্ত, নমামি জানকীকান্ত,
রামচন্দ্র অখিলের পতি।
পূর্ণব্রহ্ম অবতার, বিশ্বরূপ বিশ্বাধার,
কৃপাদৃষ্টে চাহ দীন প্রতি॥
তুমি কৃপা কর যারে, চতুর্ব্বর্গ দেহ তারে,
ধন্য ধন্য সুরে তারে কয়।
বিপত্তিভঞ্জন তুমি, আকাশ পাতাল তুমি,
তোমাতে উৎপত্তি সমুদয়॥
ভাস্করকুলের পতি, দীনের দুষ্কর অতি,
হেরে দয়া কর রামধন।
তুমি বিষ্ণু তুমি হর, তুমি ব্রহ্মা পরাৎপর,
তুমি সর্ব্ব জীবের জীবন॥
জনকনন্দিনী সঙ্গে, ক্রীড়া কর মনোরঙ্গে,
বিরাজিত রাজসিংহাসনে।
আমি দীন কিবা কব, দক্ষিণে লক্ষ্মণ তব,
শিরে ছত্র ধরেছে যতনে॥

গলবস্ত্রে যোড়হাত, ঘন ঘন প্রণিপাত,
করিছে ভরত গুণাকর।
সুন্দর চামর লয়ে, শত্রুঘ্ন দাঁড়াইয়ে,
চরণে ঢুলায় নিরন্তর॥
নবদূর্ব্বাদলশ্যাম, কিবা রূপ কিবা ঠাম,
স্বরূপ ভুবনে কেবা পায়।
কিবা মনোহর পদ, যেন ফুল্ল কোকনদ,
মধুলোভে অলিবৃন্দ ধায়॥
বামকরে ধনুর্ব্বাণ, দক্ষিণকরেতে বাণ,
গলে মণিময় হার দোলে।
হেরে বদনের ছাঁদ, মলিন হইয়া চাঁদ,
ভাসিতেছে কলঙ্কহিল্লোলে॥
শ্রবণে কুণ্ডল কিবা, কুহর রজনী দিবা,
আভায় করেছে অভিপ্রায়।
চন্দ্র সূর্য্যকান্ত আর, কত মণি চমৎকার,
শ্রবণের মূলে শোভা পায়॥
হীরক মুকুতাময়, নীলকান্ত আদি চয়,
অঙ্গে শোভে নানা আভরণ।
কতবা কহিব শোভা, জগতের মনোলোভা,
লজ্জা পায় শশির কিরণ॥
চৌদিকে ঘেরিয়া ঋষি, শোভা পায় দিবানিশি,
ভাবেতে হর্ষিত হয় মনঃ।
লক্ষ তায় অবিরাম, সবে বলে রাম রাম,
ধন্য সেই অযোধ্যাভুবন॥

কি কহিব অনুমান, পাদপদ্মে হনুমান,
পড়িয়ে কতই শোভা পায়।
বাল্মীকি লিখন এই, ভকত প্রধান সেই,
রুদ্র অবতার বলে যায়॥
বামেতে জনকসুতা, কিবা রূপগুণযুতা,
চরণে জিনেছে শতদল।
শ্রীপদ কি মনোহর, সে পদ ভাবিলে পর,
ভক্তে পায় চতুর্বর্গ ফল॥
নানা আভরণ গায়, রতন নূপুর পায়,
ঝঙ্কারে ভ্রমর কান্দে লাজে।
চরণনখরে শশী, অভিপ্রায় পড়ে খসি,
নিম্নে কত ভাস্কর বিরাজে॥
কি কহিব অপরূপ, সুনাভি অমৃতকূপ,
কেশরী জিনিয়া মধ্যস্থান।
কে আছে নাসার তুল, কভু নহে তিলফুল,
কোটি চাঁদ জিনিয়া বয়ান॥
ললাটে সিন্দূরবিন্দু, লজ্জিত তপন ইন্দু,
তাহে দীপ্ত করে ত্রিভুবন।
বিলম্বিত কেশজাল, নিন্দি কত মেঘমাল,
বান্ধিয়াছে কবরী চিকণ॥
অমলা কোমলা দেবী, যাঁহার চরণ সেবি,
মহেশ সন্ন্যাসী হয়ে রয়।
ত্রিলোকের মান্য যেই, তোমার বামেতে সেই,
মহালক্ষ্মী জানকী উদয়॥

সর্ব্বলোকহিতকারী, রাক্ষস দানব মারি,
অমরের ঘুচাইলে শঙ্কা।
মহাক্রোধে তুমি হরি, রাবণে নিধন করি,
বিভীষণে সমর্পিলে লঙ্কা ॥
যোগীগণ যোগাসনে, পাদপদ্ম ভাবে মনে,
ঊর্দ্ধমুখে মুদিয়া নয়ন।
সুখ মোক্ষ জ্ঞানোদয়, তোমারে ভজিলে হয়,
সার বুঝে যে জন সুজন ॥
যদি নর ভাগ্যফলে, মৃত্যুকালে রাম বলে,
পাপে মুক্ত হয়ে মোক্ষ পায়।
পড়িয়া বিপদ ঘোরে, ডাকিলে ভকতিভোরে,
অবশ্য তরিয়া সেই যায় ॥
নাহি জানে মহেশ্বর, রামনাম দ্বিঅক্ষর,
মধ্যেতে কতই আছে রস।
এক নামে কত ফল, স্বর্গ ভূমি রসাতল,
মধ্যে যাঁর নাহি ধরে যশঃ ॥
আমি দীন কিবা করি, না জানি ভজন হরি,
শুণগে কিঙ্করে রাখ পায়।
রামলীলা প্রকাশিতে, মানস করেছি চিতে,
বামনের চন্দ্র ধরা প্রায় ॥
শুন অহে শ্রীনিবাস, পূর্ণ কর অভিলাষ,
তোমার কৃপাতে কিনা হয়।
রঘুনাথ সীতাপ্রিয়, অন্তে দরশন দিয়,
শ্রীকেদারনাথ বসু কয় ॥

শ্রীরামচন্দ্রের বনে গমন।

ভজ রঘুনন্দন। রাম পতিতপাবন। জগদীশ্বর জগজ্জীবন॥ ইহকাল গেল কাল ভাব সে কাল বরণ॥ বৃথা কাজে দিন গেল, মুখে রাম রাম বল, কেদার করিছে প্রতিজ্ঞা॥ ধ্রু॥

পয়ার।

কৈলাস ভূধর অতি মনোহর স্থান।
হর সহ হৈমবতী আনন্দে খেলান॥
দিব্য রত্নসিংহাসনোপরে দুই জন।
সম্মুখে খেলায় ষড়ানন গজানন॥
দ্বারে নন্দী মহাকাল ত্রিশূল ধরিয়া।
করিছে ববম্ বব কৌতুক করিয়া॥
পার্ব্বতীর প্রতি কন দেব পঞ্চানন।
শুন প্রাণপ্রিয়ে কহি অপূর্ব্ব কথন॥
সূর্য্যবংশে বিষ্ণু রামচন্দ্র অবতার।
সীতা নামে মহালক্ষ্মী প্রেয়সী তাঁহার॥
করিলা অশেষ লীলা জানকী সহিত।
পরম পবিত্র কথা শ্রীরামচরিত॥
গৌরী কন প্রাণনাথ করি নিবেদন।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় সে সব কথন॥
কি লীলা করিলা রাম জানকীর সহ।
বিস্তার করিয়া তাহা এ দাসীরে কহ॥
চন্দ্রচূড় বলেন শুনহ চন্দ্রাননী।
সীতা সহ রাসলীলা কৈলা রঘুমণি॥

সেই রাসলীলা কহি অপূর্ব্ব কথন।
স্থির হয়ে ভগবতী শুন দিয়া মন:॥
পিতৃসত্য পালনেতে রামচন্দ্র যবে।
হইলেন বনবাসী জ্ঞাত আছেন সবে॥
সঙ্গেতে জনকসুতা অনুজ লক্ষ্মণ।
তপস্বীর বেশে সবে প্রবেশিল বন॥
মণিময় অলঙ্কার ত্যজিয়া সকল।
পতি অনুরাগে সীতা পরিল বাকল॥
কুন্তল বিনায়ে জটা করিয়া সুন্দর।
পতির সেবায় রতা রজনী বাসর॥
কৌশল্যাতনয় আর সুমিত্রানন্দন।
পরিলেন বৃক্ষছাল ত্যজিয়া বসন॥
পৃষ্ঠে মৃগছাল শরতূণ শোভে আর।
বামকরে ধনুক মস্তকে জটাভার॥
নানা কষ্টে বনে বনে ভ্রমে তিন জন।
চিত্রকূট শৈলে গিয়া দিল দরশন॥
পত্রের কুটীর বান্ধি বঞ্চেন তথায়।
বঞ্চিলেন কত দিন কথায় কথায়॥
ক্রমে ক্রমে উপনীত মধু চৈত্র মাস।
শুক্ল নবমী তিথি শশী সুপ্রকাশ॥
সেই দিন রাঘবের জন্মতিথি হয়।
লক্ষ্মণ যাইল বনে ফুলের আশয়॥
সুকবি রসিকচন্দ্র যুক্তি দিল সার।
শ্রীরামের রাসলীলা রচিল কেদার॥

সীতা সহ শ্রীরামের কথা।

পয়ার।

আক্ষেপ করিয়া রাম কন জানকীরে।
আজি বড় দুঃখ প্রিয়ে হইল শরীরে॥
জগতের লক্ষ্মী তুমি শুনহ বচন।
সেই কথা নাহি জানে প্রাণের লক্ষ্মণ॥
তোমারে কহিব প্রিয়ে শুন সে ভারতী।
শ্রীরামনবমী অদ্য সনাতনী তিথি॥
আজি মম জন্ম হেতু শুভদিন হয়।
জন্মদিনে নানা সুখ ভুঞ্জে জগময়॥
বিষয়ী দরিদ্র আর সর্ব্বাচার হীনে।
কে কোথা না সুখভোগ করে জন্মদিনে॥
দেবতা ব্রাহ্মণ গুরু ভজন পুজন।
জন্মদিনে করে থাকে জগতের জন॥
নানা মিষ্ট অন্ন ভুঞ্জে নানা ক্রীড়া করে।
বাদ্য গীত নৃত্য করে হরিষ অন্তরে॥
যে যেমন সেই মত বুঝে দেখ সব।
জন্মদিনে করে ক্রীড়া যেমন সম্ভব॥
বিবিধ কুসুমমালা বিবিধ ভূষণ।
পরিয়া সুখেতে দিন করয়ে যাপন॥
শুনিলে প্রেয়সি অদ্য আমি কি করিব।
বিধাতা বঞ্চিত মোরে কোথা কি পাইব॥
বনচারী হয়ে আমি বড়ই দুঃখিত।
রাজসিংহাসন ত্যজে হয়েছি বঞ্চিত॥

অদ্য মম সুখের কল্পনা কর সতী।
আমিহ তোমার স্বামী শুন গুণবতী॥
হয়েছি দরিদ্র একে তায় বনচারী।
আমা হৈতে কিছু সুখ নহিবে তোমারি॥
যদ্যপি সতীর স্বামী এতাদৃশ হয়।
মহারোগী কুষ্ঠ জড় মূর্খ দুরাশয়॥
কি দরিদ্র দীনহীন অন্ন নাহি ঘরে।
তথাপি সতীতে কোথা পতি ত্যাগ করে॥
পতির সেবার তুল্য নাহি আর পুণ্য।
যে না করে পতিসেবা সব তার শূন্য॥
পতিসেবা মহাপুণ্য বেদে কয় স্থির।
পতির সমান গুরু নাহি রমণীর॥
পতির যে অভিলাষ যাতে পূর্ণ হয়।
সতীর মানস বটে বুঝ হয় নয়॥
তুমি মম প্রিয়তমা নিরুপমা গুণে।
শরীর শীতল হয় তব গুণ শুনে॥
অদ্য মোর জন্মদিন শুভক্ষণ অতি।
আমার মহত্তী পূজা কর গুণবতী॥
রসিকের সার যুক্তি জানিয়া নিশ্চিত।
রচিল কেদারনাথ শ্রীরামচরিত॥

রামরাস।

শ্রীরামচন্দ্র প্রতি সীতার উক্তি।

ত্রিপদী।

শুনিয়া জানকী কন, এ দাসীর নিবেদন,
তব অগোচর কিছু নাই।
যে দেখি দুঃখের দিবা, কোথায় পাইব কিবা,
বল কিবা করিব গোসাঞি॥
শুন অহে দয়াময়, সেই নারী ধন্যা হয়,
পতিধর্ম্মে রতা যেই জন।
বিশেষ জানিয়া মনে, শ্বশুর শাশুড়ীগণে,
তেয়াগিনু তোমার কারণ॥
যোগিনীর বেশ ধরি, কাননে ভ্রমণ করি,
রহিয়াছি নিযুক্ত সেবায়।
হেরিয়া তোমার মুখ, দুঃখে মোর হয় সুখ,
জীবন সঁপেছি রাঙ্গাপায়॥
মনের যে অভিলাষ, ভেবে দেখ শ্রীনিবাস,
কেমনে মহতীপূজা হয়।
কোথা কি পাইব হরি, ভাবিয়া গুমরি মরি,
কি করিব বল দয়াময়॥
জনমতিথির দিনে, সুখী হয় ধনহীনে,
সত্য বটে সর্ব্বলোকে জানে।
দুর্গতি যাইবে দূর, চলহ জনকপুর,
বিধিমতে পুজিব সেখানে॥
জনক জননী আছে, কহিয়া তাঁদের কাছে,
[illegible] সামগ্রী বিস্তর।

তোমার জুড়াবে প্রাণ, আমার থাকিবে মান,
কি কাজ কাননে রঘুবর॥
তাতে যদি মন নয়, কি করিব দয়াময়,
একে নারী কুলবালা তায়।
কে আছে আপন জন, কারে কব বিবরণ,
কে মোর ঘুচাবে এই দায়॥
নারীর ভরসা পতি, আর নাহি অন্য গতি,
আমারে বলহ অনুচিত।
তোমার সেবায় রই, নাহি জানি তোমা বই,
তবে কেন কহ বিপরীত॥
বিবরিয়া রামরাস, অমৃত সমান ভাষ,
শ্রবণে পবিত্র দেহ হয়।
শুনহ সুজনবর্গ, পাইবে অক্ষয় স্বর্গ,
শ্রীকেদারনাথ বসু কয়॥

সীতা প্রতি শ্রীরামের বিনয়োক্তি।

রাগিণী ভৈরবী। তাল খেমটা।

বেদাগমে, তোমার মহিমা শুনেছি, সেই সে ভরসা মনে। কৃপাময়ি সনাতনি কুরু কৃপা দীনজনে॥ সৃষ্টি স্থিতি কি প্রলয়, তোমার ইচ্ছায় হয়, স্মরণে যায় ভবভয়, তাই ডাকি প্রাণপণে॥ ধ্রু॥

পয়ার।

শ্রীরাম বলেন প্রিয়া শুন মম বাণী।
তুমি যে বলিলে তাহা সত্য করি মানি॥
মিথ্যা নহে কিন্তু যে বলিলে সব সত্য।
শ্রবণ করেছি পূর্ব্বে তোমার মাহাত্ম্য॥
বিশ্বামিত্র মুনি আর বশিষ্ঠ তাপস।
আমারে কহিল তুমি তপস্যার ধন॥
শ্রবণে শুনেছি তুমি ত্রিগুণধারিণী।
জগতের লক্ষ্মী তুমি ত্রিলোকতারিণী॥
অধিক কহিতে ধনী চক্ষে বহে জল।
তোমার যতেক গুণ শুনেছি সকল॥
জনকের রাজলক্ষ্মী প্রধান প্রকৃতী।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তোমাতে উৎপত্তি॥
এ সব লক্ষণ তব করিয়া শ্রবণ।
কহিনু তোমারে প্রিয়া সেই সে কারণ॥
কিন্তু ভাবি মুনিদের বাক্য হৈল ভুল।
ভাবিয়া ভাবিয়া প্রিয়ে জীবন আকুল॥
অতএব চাহিয়া রয়েছি তব মুখ।
এ হেন সতীর পতি কেন পাই দুঃখ॥
আর এক কথা বলি শুন প্রাণেশ্বরী।
হস্তিনা নগর আদি যতেক নগরী॥
পৃথিবীর যত রাজ্য আছয়ে সুন্দর।
সে সবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ অযোধ্যানগর॥

পূর্ব্বেতে কয়েছ যত দেবতা গোসাঞি।
তপনবংশের তুল্য বংশ আর নাই॥
এই হেতু অন্য বংশ না করি গণন।
জনমিনু সূর্য্যবংশে সুখের কারণ॥
সকলের শ্রেষ্ঠা তুমি সর্ব্ব গুণবতী।
হয়েছ আমার ভার্য্যা জনকসম্ভূতি॥
শুনহ প্রেয়সি আমি ভাবি নিশি দিবা।
তোমার লাগিয়া বল না করেছি কিবা॥
মহামান্য মহাদেব সকলের সার।
জগতের পূজনীয় মহিমা অপার॥
দেখহ তোমার জন্যে কি ভাবের রঙ্গ।
সে হরের ধনু আমি করিয়াছি ভঙ্গ॥
তোমার লাগিয়া কর্ম্ম করেছি দুষ্কর।
পরশুরামের সহ যুদ্ধ নিরন্তর॥
এ বিধি বুঝহ ধনী তব ভাগ্যোদয়।
রাজ্যাগত হয়ে মোর বনবাস হয়॥
গৃহত্যাগ করি এই প্রবেশিনু বন।
যত কিছু দেখ তব ভাগ্যের লিখন॥
পিতার হইল মৃত্যু মাতা পান দুঃখ।
শত্রুঘ্ন ভরতের মনে নাহি সুখ॥
লক্ষ্মণের হইয়াছে দুঃখিত অন্তর।
গুরু বশিষ্ঠের দুঃখ কহিতে বিস্তর॥
প্রজার হইল দুঃখ কি কহিব আর।
তব আগমনে এই হইল আমার॥

কেকয়ী জননী স্বীয় সুখের লাগিয়া।
পিতার নিকটে রাজ্য লইল মাগিয়া॥
ভরতে করিতে রাজ্য জননীর মনঃ।
মন্ত্রণা করিয়া মোরে পাঠাইল বন॥
তিনিও এক্ষণে কত ভাবিছেন দুঃখ।
তোমারি কারণে বুঝি বিধাতা বৈমুখ॥
সুমিত্রা মাতার দুঃখ জানাব কি ধনী।
আমার হৃদয়ে যেন দংশিতেছে ফণী॥
নারীর কপালে হয় পুরুষের সুখ।
পুরুষের ভাগ্যে দেখে সন্তানের মুখ॥
অতএব রাজ্য গেল তুমি তার মূল।
তোমাহইতে গেল বুঝি তপনের কুল॥
এরূপে শ্রীরামচন্দ্র কন বারেবার।
রসিকের যুক্তিমতে রচিল কেদার॥

সীতার অঙ্গ হৈতে দেবগণের উৎপত্তি।

মা অনন্তরূপিণী অন্ত মায়া কে জানে। হরের
অগম্য অন্য জন কোনখানে॥ ধ্রু॥

পয়ার।

শুনিয়া রামের বাক্য মলিন বয়ান।
দুঃখেতে কহেন দেবী শুন ভগবান॥
সকলি তোমার ইচ্ছা তুমি ইচ্ছাময়।
আমারে লাঞ্ছনা করা অনুচিত হয়॥

তোমার লাগিয়া হই কাননবাসিনী।
আমি কি হইতে পারি দুর্গতিনাশিনী॥
তোমার অধীনী দাসী নিজ বস নয়।
চরণসেবায় মতি চিরদিন রয়॥
ভাজিলে হরের ধনু জানাইলে জোর।
তবে সে এতেক কহ দুরদৃষ্ট মোর॥
তোমারে সেবিতে আমি প্রবেশিনু বন।
কখন জানিনা কিছু বিনা ও চরণ॥
তবে যদি দাসীরে কহিলে দয়াময়।
তোমার মহতী পূজা যাতে আজি হয়॥
এখনি করিব তার বিবিধ বিধান।
আপনি ত্বরায় গিয়া করে এস স্নান॥
ও চরণে থাকে যদি এ দাসীর মনঃ।
একোন আশ্চর্য্য কথা করিব এখন॥
শ্বশুর শাশুড়ী পদে করিয়া প্রণাম।
তোমার মহতী পূজা করিব হে রাম॥
শুনিয়া রাঘব জান করিবারে স্নান।
এখানে করেন সীতা পূজার সন্ধান॥
লক্ষ্মণ গিয়াছে বনে আনিবারে ফল।
বিশেষ বৃত্তান্ত সেই না জানে সকল॥
নিশ্বাস ত্যজিয়া সীতা দশদিকে চায়।
আনমিল দশজন দিকপাল তায়॥
কহিতে বৃত্তান্ত সব সচকিত মনঃ।
ইঙ্গীতে আসিল ইন্দ্র আদি দেবগণ॥

নেত্র হৈতে বিশ্বকর্ম্মা হইল বাহির।
লোমকূপ হইতে ভৈরব মহাবীর ॥
শ্রীরামপদাঙ্ক হৈতে আপনি কেশব।
তাঁর দক্ষিণপদে ব্রহ্মার উদ্ভব ॥
নাভিপদ্মে জনমিনু আমি মহেশ্বর।
এরূপে তেত্রিশ কোটি জন্মায় অমর ॥
জানকীর চৌদিকে ঘেরিয়া মোরা সব।
বিধি আদি বিধিমতে করিলাম স্তব ॥
কহিনু আদেশ কর হয়েছি চঞ্চল।
কি হেতু সৃজিলে এই দেবতা সকল ॥
কি কর্ম্ম করিতে তব হইবে এখন।
কহিছে কেদারনাথ শুন দিয়া মনঃ ॥

দেবগণের প্রতি জানকীর অনুমতি।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল থিমাতেতালা।

মানসে ভাব সে দুর্ব্বাদলশ্যাম। বদনে, বল জয় জয় রাম, রবেনা যাতনা আর, অন্তে পাবে মোক্ষধাম ॥ রামনামে পাপ ক্ষয়, শমন দমন হয়, ভাবিলে সে পদদ্বয়, পূর্ণ হয় মনস্কাম ॥ ধ্রু ॥

পয়ার।

হাসিয়া জানকী কন শুন দেবগণ।
আজি শ্রীনবমী তিথি দিন শুভক্ষণ ॥

শ্রীরামের জন্মদিন এই চৈত্র মাস।
আজি সে হইবে আমার শ্রীরামের রাস
তোমরা উদেযাগী হয়ে করহ উপায়।
আমার মানস সিদ্ধ শীঘ্র হয় যায়॥
কানন কাটিয়া কর শ্রীরাসমণ্ডল।
শতেক যোজন তার পরিমাণ স্থল॥
ষোড়শ যোজন উর্দ্ধে দেখিতে সুন্দর।
পাষাণে নির্ম্মাণ কর স্থান মনোহর॥
চৌদিকে কুসুমবৃক্ষ রোপণ করিয়া।
ভুবনের শোভা আজি লহত হরিয়া॥
নানা দ্রব্য আয়োজন করহ ত্বরিত।
দধি দুগ্ধ ক্ষীর সর আদি মনোনীত॥
আনহ বিবিধ খাদ্য বাদ্য নানা মত।
আর আর কব কত যাহা পার যত॥
শুন শুন বিশ্বকর্ম্মা আর ভগবান।
গোলোকের সম কর পুরীর নির্ম্মাণ॥
দ্রব্যের সুযোগ জন্য পাঠাইয়া দূত।
অতি শীঘ্র রাসমঞ্চ করহ প্রস্তুত॥
জগতরমণকর্ত্তা আপনি শ্রীরাম।
তাঁহার সহিত আমি করিব বিশ্রাম॥
রাসমণ্ডলেতে ক্রীড়া করিব দুজন।
পবন গমন কর অযোধ্যাভুবন॥
দেবর ভরতচন্দ্র আর শত্রুঘ্ন।
নিমন্ত্রণ করি আইস আসিতে এখন॥

আর এক কথা বলি শুন দেব সবে।
নানা দ্রব্য মিষ্ট অন্ন পাক কর তবে॥
যাতে আজি তুষ্ট থাকে শ্রীরামের মনঃ।
তাহার উদ্যোগ জন্য করহ গমন॥
আজ্ঞা পাযে দেবগণে করে মনোনীত।
রচিত কেদারনাথ শ্রীরামচরিত॥

দেবগণ কর্তৃক রাসমঞ্চ নির্ম্মাণ।

রাগিণী আলিয়া। তাল ধিমাতেতালা।

অহে, তপনকুলোদ্ভব রাম। অহে ভজন বি-
হীন, আমি দীন হীন, দীনের দুর্দ্দিন, ঘুচাও
হে গুণধাম। তব নামে ভববন্ধন যে যায়, তবে
কেন নাথ হবে নিরুপায়, অন্তে স্থান দাসে
দিও রাঙ্গাপায়, নাম জপি অবিশ্রাম॥ ধ্রু॥

পয়ার।

তবে দেব বিশ্বকর্ম্মা ভাবিয়া তখন।
কুবৃক্ষ কণ্টক আদি করিল ছেদন॥
রমণীয় বৃক্ষ সব রোপণ করিয়া।
প্রস্তুত করিল বেদী অপূর্ব্ব রচিয়া॥
প্রথমত চতুষ্কোণ বেদীর প্রমাণ।
তার পরে চারি কোষ্ঠ বুঝহ সন্ধান॥
পরে ছয় কোষ্ঠ মধ্যে মনোহর স্থান।
নির্ম্মাইল দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণ॥

পণ্ডিত বিধান আর কোটি এক শত।
আর সে চব্বিশ কোটি মঞ্চ মনোমত॥
লোহ আর তাম্র দিয়া গঠিয়া সুন্দর।
মুড়িল রজত হেমে বিস্তর বিস্তর।
মণি মুক্তা প্রবালেতে সুন্দর খচিত।
নানা জাতি বৃক্ষ নানা পুষ্প প্রস্ফুটিত॥
অশোক কিংশুক বক মালতী মল্লিকা।
কদম্ব চম্পক জাতী যূথী শেফালিকা॥
অতসী তগর ঝাটী গেঁন্ডী পারুল।
গন্ধরাজ নিশিগন্ধা বাকস বকুল॥
কামিনী পলাশ কুন্দ কেতকী কাঞ্চন।
স্থলপদ্ম রক্তজবা মাধবী রঙ্গণ॥
নানা বর্ণে নানা পুষ্প দেখিতে সুন্দর।
গুঞ্জরিয়া মধুপানে মত্ত মধুকর॥
আর যে বৃহৎ বৃক্ষ আছে স্থানে স্থান।
পল্লবে পূর্ণিত হয়ে আছে নম্রমাণ॥
শাল তাল তমাল খর্জ্জুর নারিকেল।
হিন্তাল কাঁঠাল আম্র আমলকী বেল॥
জম্বীর গুবাক কুল অশ্বত্থ চন্দন।
বৃক্ষোপরে শোভা পায় কত পক্ষিগণ॥
কাক চিল কাকাতুয়া নীলকণ্ঠ বক।
কত জাতি কপোত করিছে বক বক॥
শালিক কাজলা ঘুঘু টিয়া হরিতাল।
ময়না বাবুই শামা চন্দনা টৈয়াল॥

হংসারাজ্ঞা পারকৌড়ি বাজগৌরি টিয়া।
ময়ূর চকোর শুক ঘুঘু ছাতারিয়া।
ভরত বটের আর মদুরা খঞ্জন।
টীমরাঙ্গ পাপুই চাতক কীরামন॥
এইরূপ পক্ষীগণ ডাকে নিরন্তর।
মাঝে শোভে মণিময় মঞ্চ মনোহর।
হেরিয়া মঞ্চের শোভা কার সাধ্য কয়।
যেন কোটিচন্দ্র সূর্য্য হয়েছে উদয়॥
চারি দিকে বাজিছে কীচক কলবেণু।
জয়ঢাক করতাল তুরী ভেরী বেণু॥
মাদল মন্দিরা বাঁশী বাজে বীণা ডম্বরু।
শঙ্খনাদ করতাল আর জগঝম্প॥
কোথায় নর্ত্তকী নাচে কোথা গীত গায়।
আসিয়া বিবিধ তীর্থ যোগাইল তায়॥
হইল পবিত্র ঠাঁই গোলোক হইতে।
বসিয়া জানকী দেবী চান চারিভিতে॥
আহ্লাদিতা হয়ে দেবী ভাবেন তখন।
শ্রীরাম চরিত্র গীত কেদার রচন॥

সীতার অঙ্গে দেবগণের লিপ্ত।

রাগিণী মুলতান। তাল কাওয়ালি।

বল বল শ্রীরাম নাম বদনে। বল বদনে বল বদনে॥ হবে চরমে পরম গতি, এড়াবে শম-নে॥ এতেক যন্ত্রণা ভোগে, তবুত চেতন হলো-

না

না। অসার সংসার এই জেনেও কি তা জান
না। হইয়ে মায়ার দাস, কর নানা অভিলাষ,
না ঘুচালে কর্ম্মফাঁস, কালের সদনে।। ধ্রু।।

পয়ার।

মনোহর রাসমঞ্চ প্রস্তুত দেখিয়া।
রতন আসনে সীতা বসিল হাসিয়া।।
ব্রহ্মা আদি দেবগণে কহেন তখন।
তোমরা যে কৃতকার্য্য হইল এখন।।
এখন গমন কর হইয়া সুস্থির।
যে যে অঙ্গ হৈতে মোর হয়েছ বাহির।।
এখনি আসিবে সেই রঘুমণি রাম।
রামের সহিত আমি করিব বিরাম।।
যখন আসিয়া হেথে বসিবে গোসাঞি
সফল হইবে ধন্য ধন্য এই ঠাঁই।।
আজিকার দিন ধন্য ধন্য তিথি আর।
তোমরা হইবে ধন্য দেখিয়া বিহার।।
আমারে লইয়া বামে বসিবেন রাম।
তখন বাহির হয়ে করিবে প্রণাম।।
শুনিয়া সীতার আজ্ঞা যত দেবগণ।
জানকীর অঙ্গ মধ্যে লিপ্ত হয়ে রন।।
যে অঙ্গ হইতে হয় যাহার উৎপত্তি।
সেই অঙ্গ মধ্যে হৈল তাহার নিবৃত্তি।।
এই রূপ চিত্রকূট শৈলে কি সুন্দর।
বিরাজ করেন সীতা মঞ্চের উপর।।

গোলোক হইতে শোভা কোটি গুণ তায়।
কত কোটি চন্দ্র সূর্য্য গড়াগড়ি যায়॥
কিবা বৃক্ষ পরিপাটি কিবা স্থল জল।
অপূর্ব্ব রচনা সেই শ্রীরাসমণ্ডল॥
হীরক মুকুতা আর মণিময় সাজ।
চারিদিকে চকমক শোভা চমৎকার॥
কোথায় জ্বলিছে মণি কোনখানে হীরা।
পশিয়া কাহার সাধ্য আঁখি লয় ফিরা॥
মনত মজিয়া যায় প্রাণ হয় নত।
অনুমানি অনন্ত কহিতে নারে তত॥
তবে রামচন্দ্র স্নান করিয়া ত্বরিত।
পুলক অন্তরে আসি তথায় উদিত॥
ব্রহ্মশাপে মোহ যুক্ত নবনীলকায়া।
জানিতে নারিল রাম জানকীর মায়া॥
পূর্ব্বের পর্ণকুটীর না দেখি তখন।
উড়ু২ করে তায় রাঘবের মনঃ॥
রোদন করিয়া রাম চারিদিকে চান।
জানকী লক্ষ্মণ দোঁহে দেখিতে না পান॥
কান্দিয়া২ কন কপাল বিগুণ।
দুঃখের উপরে দুঃখ হইল দ্বিগুণ॥
রাজ্য নাশ বনবাস পিতার মরণ।
এক্ষণে সে সব মোর হইল স্মরণ॥
সুকবি রসিকচন্দ্র যুক্তি দিল সার।
শ্রীরাম চরিত্র গীত রচিল কেদার॥

শ্রীরামচন্দ্রের রোদন।

রাগিণী ললিত। তাল জলদ তেতালা।

সাধিল রে বিধি বাদে। যাহার বিবাদী ধাতা,
তাহার কি করে সাধে॥
ঘটিল বিষম দায় এবে দেখি নিরুপায়, শোকে
মরি হায় হায়, জব কাল প্রাণ কাঁদে॥

লঘু ত্রিপদী।

রাজীবলোচন, না হেরে লক্ষ্মণ,
না হেরিয়া জানকীরে।
চক্ষে বহে নীর, মনঃ নহে স্থির,
কোথা বা যাবেন ফিরে।
কান্দিয়া কহিছে, জীবন দহিছে,
কোথায় লক্ষ্মণ ভাই।
জন স্বরূপিণী, জনকনন্দিনী,
কোথায় যাইলে পাই॥
কোথা ওহে সীতে, আমারে নাশিতে,
লুকায়ে রয়েছ বনে।
লক্ষ্মণ কোথায় আসিয়া হেথায়
দেখা কর মম সনে॥
রাজ্য গেল দূর, সে অযোধ্যাপুর,
ত্যজিয়া আইনু বন।
তোমাদের মুখ, হেরে হয় সুখ,
নতুবা দহে জীবন॥

এই ছিলে সঙ্গে, না জানি কি রঙ্গে
জানকী কোথা রহিলে।
আমায় জ্বলেছি, কতই বলেছি,
তেই বুঝি লুকাইলে॥
এ কার ভবন, বিচিত্র শোভন,
জিনিয়া গোলোকাপুরী।
কোথা চিত্রকূট, মদন মুকুট,
এ শোভা হেরিয়া ঝুরি॥
প্রাণের দোসর, লক্ষ্মণ দোসর,
আসিয়া দেখরে ভাই।
তোর শোকানলে, মোর প্রাণ জ্বলে,
বলরে কোথায় যাই॥
নাহি,কোন সুখ, ভাগ্যে মোর দুঃখ,
না জানি লিখন কত।
রাজপুত্র হই, বন মাঝে রই,
ভেবে প্রাণ ওষ্ঠাগত॥
ভাই আর জায়া, সব এক কায়া,
ভিন্নভাব নাহি তায়।
এ হেন রমণী, ভাই গুণমণি,
কোথায় হারানু হায়॥
একথা শুনিলে, অপরে জানিলে,
সুমিত্রা বাঁচিবে নাই।
সুধাইলে কথা, কি বলিব তথা,
কৌশল্যা মায়ের ঠাঁই॥

আরেরে লক্ষণ, কেন আসি বন,
পোড়াইলি শোকাগুণে।
কেদায় কহিছে, জীবন দহিছে,
রামের রোদন শুনে॥

অথ মায়ালক্ষণ কৃত শ্রীরামচন্দ্রের প্রবোধ।
রাগিণী ভৈরবী। তাল কাওয়ালি।
এত কাতর হয়েছ কেন রাম। রঘুমণি, জগৎ বাঞ্ছিত আছে তব গুণে গুণধাম॥ ওহে গুণ নিধি, যদি অপরাধী, হয়ে থাকি তব পদে গো দোষ লইওনা হরি। আমি তব চির দাস, আছে চির দিনে আশ, যুগল মিলনে আমি পুরাইব মনস্কাম॥ ধ্রু॥

পয়ার।

এইরূপে রামচন্দ্র করেন রোদন।
দেখিয়া জানকী তায় ভাবেন তখন॥
কে দিয়া প্রবোধ রামে বিশেষিয়া কয়।
লক্ষণ গিয়াছে বনে ফলের আশয়॥
তবেত জানকী দেবী ভাবি মনে মন।
দেহের মায়ায় করে লক্ষণ সৃজন॥
জন্মিয়া লক্ষণ যায় শ্রীরামের পাশ।
বলে আজি প্রভু কেন হয়েছ উদাস॥
আজি কেন দেখি হেন মলিন বয়ান।
বলহ দাসের প্রতি কৃপা করি দান॥

কাহার লাগিয়া কান্দ হের দেখ আর।
এই যে লক্ষ্মণ আমি নিকটে তোমার॥
তোমারি নিকট রই তোমারি কিঙ্কর।
তোমার সেবায় যেন থাকে কলেবর॥
তোমারি লাগিয়া আমি বনচারী হই।
তুমি রাখ যেই কাজে সেই কাজে রই॥
তোমারি চিহ্নিত আমি তুমি মোর সার।
সঁপেছি জীবন মনঃ চরণে তোমার॥
পায়েছি সাধনফল তোমা হেন ভাই।
ছাড়িয়া তোমার সঙ্গ আর কোথা যাই॥
তোমার জানকী প্রভু তোমা ছাড়া নয়।
তুমি তার সে তোমার কেহ আর নয়।
শ্রীরাম বলেন বল কোথায় জানকী।
জানকীর তত্ত্ব ভাই তুমি রে জান কি॥
এই যে পাঠালে মোরে করিবারে স্নান।
বিলম্ব দেখিয়া কোথা করিল পয়ান॥
কোথায় আইনু আমি যাই চিত্রকূট।
কোথায় জানকী মোর মাথার মুকুট॥
এই বা কাহার পুরী স্থান মনোহর।
সহস্র গোলোক হৈতে এ পুরী সুন্দর॥
কিবা সব তরুগণ কিবা সব ডাল।
পল্লবিত মুকুলিত সুশোভিত ভাল॥
স্বর্গময় পুরীবাসি মরি কি নির্ম্মাণ।
এ যেন করেছে তাই গোলোক নির্ব্বাণ॥

দেখেছি অনেক ঠাঁই না দেখি এমন।
ফেরিয়া করিছে মনঃ কেমন কেমন॥
কে বৈসে সুন্দরী রত্ন বেদীর উপর।
কিবা কেশ কিবা বেশ রূপ মনোহর॥
লক্ষণ বিনয়ে কয় ভ্রম কর দূর।
এমন কহিলে কেন গুণের ঠাকুর॥
যে দেখিলে সুলাবণ্য রূপ মনোহর।
তোমারি জানকী এই বেদীর উপর॥
এত বলি অন্তর্দ্ধান হইয়া লক্ষ্মণ।
জানকীর অঙ্গে অঙ্গ লুকায় তখন॥
বিস্ময় বিধের গতি জানি পরিচয়।
শ্রীকেদার নাথ বসু রামরাম কয়॥

শ্রীরামচন্দ্র প্রতি জানকীর পরিচয়।

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল ঝাঁপতাল।

না পার চিন্তে চিন্তামণি তুমি প্রাণকান্ত। শান্ত মূর্ত্তি ভ্রান্তভঞ্জনের একি ভ্রান্ত॥ মরি২ একি ভাব অসম্ভব, কত ভাব মনে হতেছে উদ্ভব, এ ভাব ভাবিয়া নাহি পান ভব, কেদার কি জানে অন্ত॥

ত্রিপদী।

রামের চরণ ধরি, জানকী বিনয় করি,
বলে শুন শুন গুণমণি।

কি হেতু রোদন কর, এখন ধৈরজ ধর,
আমি সীতা তোমার রমণী।
ভুবনের রাজা হয়ে, রহিলে কি ভ্রান্তি লয়ে,
নিজ জনে না চিনলে রাম।
চরণের দাসী হই, চরণপঙ্কজে রই,
দুঃখিনী জানকী মোর নাম॥
জনকনন্দিনী আমি, তুমি হে আমার স্বামী,
দিনমণিকুলের প্রধান।
একেলা আমারে রাখি, সেই যে কমল আঁখি,
তুমি গেলে করিবারে স্নান॥
তোমার মানস যেই, আমার বাসনা সেই,
জন্মতিথি দিন শুভক্ষণে।
করুণা করিয়া নাথ, আসিয়া আমার সাথ,
বৈস এই রতন আসনে॥
এ দাসীর অভিলাষ, করিবারে রাসরাস,
নিবেদন ভুবনমোহন।
পুণ্যতিথি শুভক্ষণ, আজি কর শুভক্ষণ,
বিস্তর করেছি আয়োজন॥
হাসিয়া রাঘব কন, আপনি সামান্যা নন,
জনকের রাজলক্ষ্মী সীতা।
বশিষ্ঠ বলেছে যাহা, এখন বুঝিনু তাহা,
সত্য বটে মুনি বাক্যগীতা॥
যেমন করেছি আশ, তেমনি হইবে রাস,
ভাল তব করুণা তরঙ্গ।

কেমনে এমন স্থান, কে করিল নিরমাণ,
কাশীর গুমর হৈল ভঙ্গ ॥
কিবা স্থল কিবা জল, কিবা বৃক্ষ কিবা ফল,
কিবা রাসমণ্ডল সুন্দর।
বসিয়াছে সারি সারি, কিবা পক্ষী নর নারী
স্বর্গময় পুরী মনোহর ॥
গায়ক গাইছে গান, মধুর মধুর তান,
নাচিছে নৃত্যকী মনোহরা।
দেখিয়া শুনিয়া সব, পূর্ণ কীর্ত্তি মহোৎসব
জানিলাম তুমি পরাৎপরা ॥
জানকী কহিছে রাম, যত কিছু গুণধাম,
তোমার চরণ ভিন্ন নয়।
বেদে আছে নিরূপণ, তুচ্ছ হয় সিংহাসন,
যদি ঐ পদে মতি রয় ॥
ও পদ ভাবিলে সার, কিসের ভাবনা তার,
ধন জন সুখের সম্বল।
শুনেছি নির্ব্বাণ পায়, এ অতি সামান্য তায়,
কি হেতু জানিয়া কর ছল ॥
জানিহ ওহে রাম, চরণে বহিয়া ঘাম,
গঙ্গার উদ্ভব হৈল তায়।
কেদারে রচিতে গীত, যুক্তি দিল মনোনীত,
সুকবি রসিকচন্দ্র রায় ॥

শ্রীরামের রাসলীলা।

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল ঝাঁপতাল।

কি শোভা শ্রীরাম বামে, সাজিল ধরা নন্দিনী। যেন নবজলধরে, মিশিল সৌদামিনী॥ সুরনারী সহ সুরগণ উপনীত। ঋষিগণ আশীর্ব্বাদ করেন ত্বরিত॥ জগতে আনন্দ সবে শুভবার্ত্তা শুনি॥ ধ্রু॥

পয়ার।

এইরূপে সীতাদেবী বিস্তর করিয়া।
মঞ্চেতে উঠিল সতী রাঘবে লইয়া॥
দেখিল আশ্চর্য্য রাম চৌদিকে তাহার।
রামময় মঞ্চখানি অতি চমৎকার॥
যে দিকে নিরখে দেখে সেই দিকে রাম।
বিস্ময় হইয়া রাম ভাবে অবিরাম॥
এমনি সীতার মায়া বুঝে কোন জন।
ফাঁফর হইল ভাবি শ্রীরঘুনন্দন॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে যাঁহার মায়ায়।
বুঝিতে সীতার মায়া তাঁর হৈল দায়॥
বিনা দোষে রাঘব সীতারে কন মন্দ।
সেই সে ঘটিল এত মায়ার সম্বন্ধ॥
অন্তরে জানিয়া সব হইয়া বিস্ময়।
মঞ্চেতে বসিল দশরথের তনয়॥
তখন জনকসুতা আনন্দে ভাসিয়া।
বসিল রামের বামে হাসিয়া হাসিয়া॥

পতির কমলপদে সমর্পিয়ে মতি ।
পদ্মেতে চরণপদ্ম পূজিলেন সতী ॥
তবেত কমল পদে করি নমস্কার ।
নিবেদন মিষ্ট অন্ন অশেষ প্রকার ॥
এইরূপ মনোনীত পূজিয়া চরণ ।
অতঃপর জানকীর তুষ্ট হৈল মনঃ ৷
বিরাজে দুজন বসি মঞ্চের উপর ।
কিবা নবনীলকান্তি শ্রীরাম সুন্দর ॥
বামকরে ধনুক দক্ষিণ করে শর ।
অগুরু চন্দনাসিক্ত নীলকলেবর ॥
চরণকমলে খেলে রবি আর শশী ।
বিরাজেন রামচন্দ্র রত্নাসনে বসি ॥
তবে সীতা স্মরিলেন পূর্ব্ব দেবগণ ।
সীতার স্মরণে সবে আনন্দে মগন ॥
বাহির হইয়া স্তব করে নানা মত ।
এক মুখে বিশেষিয়া আমি কব কত ॥
চারিদিকে মণ্ডল বেড়িয়া দেবগণ ।
রাম রাম ধ্বনি তারা করে অনুক্ষণ ॥
এক রাম নামে ফলে চতুর্ব্বর্গ ফল ।
জানিয়া নিরখে রূপ দেবতা সকল ॥
এ বলে উহারে হের রূপের কিরণ ।
নবদূর্ব্বাদলশ্যাম উজ্জল বরণ ॥
কি রামের পাদপদ্ম কিবা দুটী কর ।
পরম গুণের নিধি পরম সুন্দর ॥

আজি কি পরম ভাগ্য হের দেখ রাম ॥
নয়নে দেখিনু মোরা নবঘনশ্যাম ॥
যেমন সুন্দর রাম জানকী তেমন ।
কখন নয়নে মোরা না দেখি এমন ॥
শরীর শীতল হৈল জুড়াইল আঁখি ।
ইচ্ছা হয় হৃদয় মাঝারে গেঁথে রাখি ॥
এইরূপে কহে সবে আনন্দিত মনঃ ।
রামরাসলীলা গীত কেদার রচন ॥

সীতা সহ রামচন্দ্রকে দেবগণের স্তব ।

রাগিণী জয়জয়ন্তী । তাল ঝাঁপতাল ।

দিনমণিকুলাম্বর, জয় রঘুমণি রাম । জটা-ধারী ব্রহ্মচারী, নবদূর্ব্বাদলশ্যাম ॥ জয় ধনুর্ব্বাণধারী, জগজ্জন দর্পহারী, ভুবনের হিতকারী, সর্ব্বগুণে গুণধাম ॥ জয় দেবারি নাশক, সর্ব্বদা সত্য ভাবক, সীতার মনঃ তোষক, হইও না কেদারে বাম ॥ ধ্রু ॥

পয়ার ।

সহস্রবদনে মহাবিষ্ণুর উদয় ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী দয়াময় ॥
ভকতি ভাবেতে পায়ে মুকতির ধন ।
সীতা সহ রামচন্দ্রে করেন স্তবন ॥
নমামি জানকীনাথ প্রণমামি সীতে ।
বাসনা আমার মনে চরণে পশিতে ॥

বারেক করুণা কর তোমরা দুজন।
সভয় জনেরে দেহ অভয় চরণ॥
করিলে উৎপত্তি দেহ রুচির হইতে।
তোমাদের গুণ আমি কি জানি কহিতে॥
এই রূপে মহাবিষ্ণু করিলেন স্তব।
তখন হইল ভবে বিষ্ণুর উদ্ভব॥
মহাবিষ্ণু মত স্তব করিয়া বিস্তর।
প্রণাম করিয়া পদে হন নিরুত্তর॥
তবেত্তো আইল ব্রহ্মা সহস্রবদন।
সঙ্গেতে চতুরানন সাবিত্রীরমণ॥
যোড়হস্তে দুই জনে দুইজনে পূজে।
বিকচ অম্বুজ দিল চরণ অম্বুজে॥
বলে হে কমলাকান্ত রঘুমণি রাম।
অগুণে করুণা কর ত্রিগুণের ধাম॥
তোমাতে উৎপত্তি সব তোমাতে নিবৃত্তি।
সেই জন ধন্য যার তোমাতে প্রবৃত্তি॥
শুন গো জানকি তুমি জনকের সুতা।
সর্ব্ব লোক সুরক্ষিতা সর্ব্বগুণযুতা॥
সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদায়িনী সর্ব্ব রসময়ী।
সর্ব্বকাল রামভার্য্যা সর্ব্ব শক্তি জয়ী॥
সর্ব্ব ঘটে আছ তুমি সর্ব্বজনসার।
সর্ব্বদেবে পূজা করে চরণ তোমার॥
এত বলি ব্রহ্মা যদি হইল নীরব।
একাদশ রুদ্র আসি দেখা দিল সব॥

কপালে অৰ্দ্ধেক শশী শিরে জটাভার ।
দীপচর্ম্ম পরিধান সূর্য্যের আকার ॥
গলায় অস্থির মাল ফণী সুশোভন ।
যোড়হাতে সীতারামে কয়েন স্তবন ॥
নমো নমো রামচন্দ্র অখিলের পতি ।
নমস্তে জানকি দেবি বহু গুণবতী ॥
কি জানি মহিমা সীমা করিতে বর্ণন ;
প্রসবিলা যোসভায় তোমরা দুজন ॥
ক্ষুদ্র নয় রুদ্রগণে কহিল বিস্তর ।
তখন আইল ইন্দ্র দেবের ঈশ্বর ॥
প্রণাম করিয়া স্তব করে বিধিমত ।
এক মুখে তোমার বর্ণনা করি কত ॥
এরূপে করিল স্তব ইন্দ্র বহুকাল ।
তবে আসি প্রণমিল দশদিক পাল ॥
বলে হে জানকীপতি ত্রিলোকের ভুপ ।
কে আছে ভুবনে আর তোমার স্বরূপ ॥
সৃজন করিলা সব তুমি রঘুবর ।
সর্ব্ব লোক হিতকারী কৃপার সাগর ।
জয়২ জগজ্জন্য জগতের ধন ॥
জয় রাম নিত্যানন্দ অধম তারণ ॥
জগতের কর্ত্তা নহ জগতের সেবা ।
তুমি জান সকলে তোমারে জানে কেবা ॥
গলবস্ত্র যোড়হাতে যম আসি কয় ।
উভয়ে মিলিয়া দেহ চরণ উভয় ॥

প্রণমামি চরণপঙ্কজে ওহে রাম।
সর্ব্ব দেহে আছ তুমি সর্ব্ব গুণধাম ॥
নমস্তে জানকি দেবি জগতের মাতা।
বর্ণিতে তোমার গুণ না জানে বিধাতা ॥
এত বলি যম রাজা হইল নীরব।
আসিয়া ইন্দ্র দেবগণে করিলেন স্তব ॥
নমো নমো রামচন্দ্র মহালক্ষ্মী সীতা।
আপনারা জগতের মাতা আর পিতা ॥
প্রণাম করিলা সব দেবতার দল।
ভুলনা কৃপায় দেহ চরণ কমল ॥
বরুণ করেন স্তব চক্ষে বহে নীর।
গলায় উত্তরীবাস রোমাঞ্চ শরীর ॥
বলে হে জানকীপতি জানকি আশ্রয়।
এ তনু বিক্রয় আমি করেছি তোমায় ॥
তোমারি চিহ্নিত আমি তোমারি কিঙ্কর।
দেখ যেন ভুল না দাসেরে রঘুবর ॥
সাঙ্গ হৈল বরুণের বিস্তর স্তবন।
আসিয়া প্রণমে ঊনপঞ্চাশ পবন ॥
কুবের আসিয়া স্তব করে বহুতর।
লোটাইয়া চরণপঙ্কজে কলেবর ॥
এই রূপে দেবগণে রামগুণ গায়।
তখন ঈশান আসি সমুখে দাঁড়ায় ॥
বদনে বমবম রব আখি ঢুলঢুল।
শ্রবণে শোভিত কিবা ধুতুরার ফুল ॥

গলদেশে শোভিত স্বর্ণ উপবীতা।
ভক্তিভাবে পূজা করে রাম আর সীতা॥
বলে কি মহিমা তব কহে সাধ্য কার।
নূতন নবঘন নব দূর্ব্বা শ্যাম রাম॥
কি দিব তোমার তুল্য ত্রিজগতে নাই।
পঞ্চমুখে পঞ্চ ভাবে তব গুণ গাই॥
মহিমা অপার তব কে পারে কহিতে।
মোহিতে ভক্তের মন আইলা মহীতে॥
এই রূপ পঞ্চমুখে কহিল ভৈরব।
তখন আসিয়া ব্রহ্মা পুনঃ করে স্তব॥
বলে ওহে রামচন্দ্র দেব নরোত্তম।
তব নাভিপদ্ম হৈতে আমার জনম॥
জগতের পিতামহ মোরে বলে সব।
কিন্তু মম পিতামহ তুমি হে রাঘব॥
অনন্ত বর্ণনা করে ব্রহ্মা গুণধাম।
আসিয়া অনন্ত দেব করিল প্রণাম॥
এইরূপে ক্রমে ক্রমে আইল কত জন।
কি কব তেত্রিশ কোটি দেবের স্তবন॥
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পাপ যায় দূর।
রামের চরিত্র কথা বড়ই মধুর॥
যুক্তি দিল সুকবি রসিক চন্দ্র রায়।
রচিল কেদারনাথ বসু উপাধ্যায়॥

শ্রীরামচন্দ্র প্রতি গ্রহগণের স্তব।

জয় জয় রাম, জয় সীতারাম, বলরে বদনে। অনায়াসে হইবে মুক্ত এভববন্ধনে॥ রাম ভজ রাম চিন্ত রাম কর সার। নিদানে শ্রীরাম বিনে গতি নাহি আর॥ অনিত্য কি কর চিন্তে, যদি রাম পার চিন্তে, নাহি যেতে হবে অন্তে, শমন সদনে॥ ধু॥

লঘু ত্রিপদী।

করি যোড় কর, কহেন ভাস্কর,
হরে মধুকৈটভারে।
লক্ষ্মীশ্বর রাম, সর্ব্ব গুণধাম,
সর্ব্বানন্দ হে মুরারে॥
নেত্র হৈতে তব, হইনু উদ্ভব,
স্বর্গ ভ্রমিতেছি আর।
দীপ্ত করিতেছি, মহী ভ্রমিতেছি,
তব পদে নমস্কার॥
কৃতাঞ্জলি হৈয়া, শির নোওাইয়া
করেন চন্দ্র স্তবন।
হে রাম রাঘব, নেত্র হৈতে তব,
করিনু জন্ম গ্রহণ॥
হয়েছি সুন্দর, জগমনোহর,
তোমার কৃপানুসারে।
অপার মহিমা, নাহি দিতে সীমা,
প্রণাম করি তোমারে॥

চিত্ত পুলকিত, ভাবেতে মোহিত,
নন্দন করেন স্তব।
জানকীরমণ, শ্রীরঘুনন্দন,
কৃপাময় হে রাঘব॥
ধন্য এ ভূধর, যাহার উপর,
তোমার হইল বাস।
ও পদে প্রণাম, করি হে শ্রীরাম,
আমি তব নিজ দাস॥
শশিসুত জন, হে রঘুনন্দন,
কে জানে তত্ত্ব তোমার।
কি স্তব করিব, নেত্র হৈতে জল,
জন্মিল পিতা আমার॥
যাঁর জন্মদাতা, হৈল অক্ষমতা,
তাঁহার গুণ কহিতে।
তনয় তাঁহার, কি বলিবে আর,
প্রণাম করি পদেতে॥
জয় বৃহস্পতি, জয় রঘুপতি,
সত্ত্বগুণের আধার।
রজোগুণেশ্বর, নাশের ঈশ্বর,
অশেষ লীলা তোমার॥
চতুর্ব্বর্গদাতা, বিধির বিধাতা,
ও পদে করি প্রণাম।
মোরে নিরন্তর, রক্ষ রঘুবর,
দয়ালু জানকীরাম॥

তবে শুক্র কন, হে পদ্মলোচন,
বামাকান্ত হে রাঘব।
দেবের আধার, আধার সুধার,
কি কব তব বৈভব॥
এক শতবার, চরণে তোমার,
নমস্কার আমি করি।
ত্রিলোক ঈশ্বর, মোরে রক্ষা কর,
চিহ্নিত আমি যে হরি॥
কন শনৈশ্চর, রঘুবংশেশ্বর,
ও পাদরজঃ স্পর্শেতে।
এই গ্রহপাতি, মান্যমান অতি,
হয়ে তব আদেশেতে॥
জন্ম মৃত্যু ভয়, নাহি যথা রয়,
প্রার্থনা করি এখন।
সদা সর্ব্বক্ষণে, ও রাঙ্গাচরণে,
থাকে যেন মোর মনঃ॥
করি যোড়পাণি, রাহু কহে বাণী,
নমো রাম জনার্দ্দন।
যবে দেবাসুরে, মথিল সিন্ধুরে,
করিয়া বহু যতন॥
তোমার ধর্ম্মেতে, যে সুধা তা হতে,
জন্মিয়াছিল তখন।
সে সুধা খাইয়া, অমর হইয়া,
তোমারে করি ভজন॥

অতুল বৈভব, কি কব সে সব,
ধন্য ধন্য ভূমণ্ডলে।
যেন মনভৃঙ্গ, নাহি ছাড়ে সঙ্গ,
ও পাদ পঙ্কজদলে॥
করি যোড়পাণি, কেতু কহে বাণী,
যাবৎ রবে জীবন।
তাবৎ পর্য্যন্ত, তোমারে একান্ত,
করিব আমি সেবন॥
সহস্রেক বার, লক্ষ কোটি আর,
অসঙ্খ্য করি প্রণাম।
রক্ষা কর দীনে, পামর অধীনে,
রাম নবঘন শ্যাম॥
শ্রীরাম চরিত্র, পরম পবিত্র,
শুনিলে পুণ্য উদয়।
অমৃত সমান, সাধু করে পান,
শ্রীকেদারনাথ কয়॥

শ্রীরামচন্দ্র প্রতি মুনিগণের স্তব।
রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল ঝাঁপতাল।

হে তপনকুল উজ্জ্বল রাম রাজীবলোচন।
শান্তমূর্ত্তি ধ্বান্তহারী, ত্রিতাপ ভয় মোচন॥
পুরুষ প্রধান কয়, বিশ্বপতি বিশ্বময়, সনাতন
সর্ব্বাশ্রয়, ব্রহ্ম বেদের বচন॥ শ্রীপদে গঙ্গা

উৎপত্তি, শিলা হয় মানবাকৃতি, কেদার-
নাথের গতি, ঐ রাঙ্গা শ্রীচরণ ॥

পয়ার।

স্তুতি তারে মুনিগণ করেন স্তবন।
নমো নমো রামচন্দ্র জানকীরমণ ॥
সর্ব্ব শাস্ত্রময় তুমি ব্যাপ্ত ত্রিলোকেতে ॥
হয়েছেন প্রতিপন্ন যে বস্তু শ্রুতিতে ॥
সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বিভু সনাতন।
সকল শব্দের প্রতিপাদ্য তিনি হন ॥
তার প্রতিপাদ্য প্রভু হইয়াছ তুমি।
নির্ব্বাণদায়ক স্বর্গ রসাতল ভূমি ॥
নিত্যানন্দ নির্ব্বিকার চরণে তোমার।
অসঙ্খ্যং নতি মম সবাকার ॥
নারদ কহেন সত্য স্বরূপ আপনি।
জগতের রক্ষাকর্ত্তা সত্য শিরোমণি ॥
সত্যরূপ সনাতন চিন্তার স্বরূপ।
সত্য ব্যক্তি জন তার সত্যের স্বরূপ ॥
এবম্ভূত ব্রহ্মময় ত্রিলোকের স্বামী।
প্রপদে প্রণাম তব পদাশ্রিত আমি ॥
বাল্মীক কহেন হে রাঘব ব্রহ্ম হরি।
তোমার যে নাম তাহা বিপরীত করি ॥
অহর্নিশি রাম রাম করিয়া জপেছি।
নামগুণে সত্যব্রহ্ম প্রাপ্ত যে হয়েছি ॥

মহাপাপী দস্যুকর্ম্মা ছিনু দুরাচার।
হইনু কৃতার্থ নামমাহাত্ম্যে তোমার॥
যদি তব নাম আমি প্রকৃতরূপেতে।
জপিতাম রাত্রি দিন ভকতিভাবেতে॥
কি পর্য্যন্ত হৈত তাহা বর্ণিতে নারিনু।
হে প্রভু আমি যে তব আশ্রিত হইনু॥
রক্ষা কর মোরে আমি কিঙ্কর তোমার।
বিকচ চরণপদ্মে করি নমস্কার॥
ধরণী লোটায়ে কন বশিষ্ঠ ভাজন।
তুমি রঘুবংশের নায়ক সুরঞ্জন॥
বিনাশকারক নিত্য সত্য সনাতন।
তব পূর্ব্বপুরুষ আছিল যত জন॥
পুরোহিত ছিনু আমি তাহা সবাকার।
কৃপা কর তব পদে করি নমস্কার॥
এই নিবেদন করি অন্তিম কালেতে।
স্থান দান দিও রাম চরণপদ্মেতে॥
বামদেব কন নমো ব্রহ্ম রঘুবর।
কে জানে তোমার অন্ত বেদে অগোচর॥
বেদান্তবাদীরা ব্রহ্ম করিয়া বলেন।
তার্কিকেরা পরব্রহ্ম করিয়া কহেন॥
বিশেষবাদীরা যত প্রকৃতি কহেন।
সাংখ্যবাদী মতে পুংস করিয়া বলেন॥
পাতঞ্জলবাদীরা যে বলেন কারণ।
মীমাংসক মতে ঈশ জগত কারণ॥

এ ষড়দর্শনবাদী সকলে সংশয়।
তোমার কি রূপ তাহা স্থির নাহি হয়॥
আমি কি কহিব মোর নাহি কিছু জ্ঞান।
প্রসন্ন হইয়া মোরে কর পরিত্রাণ॥
পরম পদ যে তাহা করহ প্রদান।
প্রাণান্তে ও পরাণান্তে দিও মোরে স্থান॥
অগস্ত্য বলেন প্রভু পুরুষ প্রধান।
তুমি কর্ত্তৃ কর্ম্ম হে করণ সম্প্রদান॥
অপাদান সম্বন্ধ হে আধেয় আধার।
তোমারে এরূপ জানি করি নমস্কার॥
ভরদ্বাজ কন ভাবে হইয়া মোহিত।
লক্ষ্মীর ক্রীড়ার স্থল শম্ভু বন্দনিত॥
এবম্ভূত পাদপদ্ম করি হে ভজন।
দিবানিশি তাহে যেন থাকে ভৃঙ্গ মনঃ॥
ব্রহ্মাত্মক ব্রহ্মময় এবং অন্য।
ব্রহ্মপদ চারি বার ভজনীয় হয়॥
চারিবার বলিবার তৎপর্য্যতা শুন।
ভরদ্বাজ তপোধন নির্ব্বিকারী হন॥
নিরাকার সাকার করিয়া এক মত।
ভক্তি ভাবে ভূপক্ষেতে কৈল দণ্ডবত॥
সাকার রূপেতে তিন গুণে তিন বার।
নিরাকার ব্রহ্মে একবার নমস্কার॥
এই চারিবার ভজনীয় সারোদ্ধার।
শরভঙ্গ মুনি আসি স্তব কৈল আর॥

হে রাঘব মোর নাম শরভঙ্গ হয়।
উচ্চৈঃস্বরে আমি তব নামাক্ষর কয়॥
উচ্চারণ করি প্রভু মনের সহিত।
আমি হে তোমার ভক্ত তোমার রক্ষিত॥
মহামুনি সুতীক্ষ্ণ যে কহেন আসিয়া।
তব পাদপদ্ম অনুসন্ধান করিয়া॥
হয়েছে আমার তাতে অতি তীক্ষ্ণ মতি।
যে উচিত হয় তাহা কর রঘুপতি॥
এই রূপে ঋষিগণ করেন স্তবন।
শ্রীকেদারনাথ ভাবে শ্রীরামচরণ॥

শ্রীরামচন্দ্র প্রতি গুহ গজাননের স্তুতিবাক্য।

রাগিণী ভৈরবী। তাল ঠুংরি।

হে জয় সীতাপতি রাম। দূর্ব্বাদলশ্যাম॥ সৃজন পালন সংহার কারণ, অধম তারণ, সর্ব্ব গুণধাম॥ ত্রিতাপ হরণ, বিপদ ভঞ্জন, শ্রীমধুসূদন, কৃপাময় নাম॥ ধ্রু॥

পয়ার।

শিবসুত গজানন আসিয়া তখন।
করযোড়ে রামচন্দ্রে করেন স্তবন॥
চিত্রকূট শৈলোপরে শ্রীরামমণ্ডলে।
নমস্কার করি তব চরণকমলে॥
হে রাম সকল বেদে কন যে তোমার।
চরণমহিমা বর্ণ সকলের পার॥

শান্তমূর্ত্তি নবদূর্ব্বাদলশ্যাম কান্তি।
ভক্তি করি নাম নিলে হয় দুঃখ শান্তি॥
কৃপার নিধান তুমি পূজ্য সবাকার।
পরম পুরুষ পূর্ণব্রহ্ম অবতার॥
কি জানি তদন্ত অন্ত অনন্ত না জানে।
মহাযোগী যোগেশ্বর রূপ পায় ধ্যানে॥
হরপ্রিয় স্থানে মহাতীর্থ কাশী নাম।
তথায় মরিলে জীব পায় মোক্ষধাম॥
তব নাম ব্রহ্মমন্ত্র শিব দেন কর্ণে।
নির্ব্বাণ মুকতি দান দেন সর্ব্ব বর্ণে॥
নামের মাহাত্ম্য কিবা কব সীতাকান্ত।
দ্বিঅক্ষরে কত সুধা ক্ষরে অবিশ্রান্ত॥
এত বলি সিদ্ধিদাতা হইল নীরব।
গুহ আসি ছয় মুখে করে বহু স্তব॥
নমো রাম নারায়ণ নবনীলকায়।
দেবসেনাপতি আমি তোমার কৃপায়॥
অশঙ্কে বিহঙ্গোপরে করি আরোহণ।
যথা তথা ভ্রমি নাম করিয়া স্মরণ॥
তাহে মোর কোন কালে বিঘ্ন নাহি হয়।
ধনুর্ব্বাণধারী হয়ে দিক করি জয়॥
ত্রিলোকের প্রিয় আমি তোমার প্রসাদে
কেদারে করিবে রক্ষা চরণপ্রসাদে॥

শ্রীরামচন্দ্র প্রতি লক্ষ্মী আদি দেবীগণের স্তব।

রাগিণী আলিয়া। তাল জত।

হে কমলাক্ষ রাম, ভানুকুলভয় নিবারি। আদ্য-
পুরুষোত্তম বিশ্বপতি দেবদেবের ভাণ্ডারি ॥
তুমি হে করুণা সিন্ধু, দয়াময় দীনবন্ধু, বিত-
রণে কৃপাবিন্দু, শুকাবে না সিন্ধুবারি ॥
দশাস্তি পাতকী জন, কালভয়ে ভীত মন?
দেহি চরণ শরণ, ত্রিভুবন মনহারী ॥

পয়ার।

মহালক্ষ্মী দেবী কন ওহে ত্রিজগস্বামী।
সীতার শরীর হতে পূর্ব্বেতে যে আমি ॥
উৎপত্তি হয়েছি সেই সীতা প্রিয়া তব।
তোমার যে রূপ তাহা আমি কিবা কব ॥
চরণ নিকটে স্থান দেহ হে আমারে।
কিমধিক আর আমি কহিব তোমারে ॥
শারদা কহেন হে জানকীকান্ত রাম।
তোমার কৃপাতে মোর বাগ্দেবী নাম ॥
ব্রহ্ম স্বরূপিণী বেদমাতা হইয়াছি।
সীতা নখভূষ হৈতে আমি জন্মিয়াছি ॥
এক্ষণে তোমায় নাথ করি কি বর্ণন।
কৃপা করি দেহ মোরে চরণ শরণ ॥
হৈমবতী হরজায়া যোড়হাতে কন।
সীতা অঙ্গ হৈতে জন্ম করিয়া গ্রহণ ॥

আদ্যাশক্তি হয়ে আমি ব্যাপ্তা ত্রিসংসারে।
তোমার ইচ্ছাতে সব কি কব তোমারে॥
কালিকা আসিয়া কন ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি।
হে রঘুবংশের শ্রেষ্ঠ তোমার যে ভক্তি॥
তাহা আমি কিছুই না জানি সারৎসার।
ব্রহ্মাণ্ডের পতি রাম মহিমা অপার॥
গুণাতীত ব্রহ্মময় বিশ্ব চিন্তামণি।
সর্ব্বজীবে সম দয়া যোগ শিরোমণি॥
নবীন জলদ রূপ জগতে পূজিত।
আমি যে নিতান্ত প্রভু তব পদাশ্রিত॥
শ্রীরাম চরিত্র কথা শুনিতে মধুর।
কেদারনাথের প্রভু দুঃখ কর দূর॥

শ্রীরামচন্দ্র প্রতি গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধ ও চারণ ইত্যাদি গণের স্তব।

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ তেতালা।

রঘুপতি, আমি অতি, মূঢ়মতি, অভাজন। হে জানকীবল্লভ, হে দেব দুর্ল্লভ, রাম পতিত পাবন॥ হে ব্রহ্ম পরাৎপর, হে জগদান্তর, নীলকলেবর, তুমি পরম কারণ॥ হে ভব-তারক, হে শুভকারক, হে দুঃখ হারক, শমন দায় নিবারণ॥

ত্রিপদী।

হয়ে নতা পরায়ণ, কহিছে গন্ধর্ব্ব গণ,
নমো রামচন্দ্র বিশ্বরূপ।
তুমি সর্ব্ব মূলাধার, নির্ব্বশেষ নির্ব্বিকার,
তুমি নাথ ত্রিলোকের ভূপ।
গন্ধর্ব্বগোত্রে জন্মেছি, অতএব বলিতেছি,
দয়াময় কর পরিত্রাণ।
সুরলোক প্রাপ্ত হলে, ও রাঙ্গা চরণ তলে,
দিও আমা সবাকারে স্থান॥
সিদ্ধগণ যোড়কর, আসিয়া বিনয় করে,
সুকণ্ঠে স্তুতিবাক্য কহে।
তোমার অনেক গুণ, কর্ণে শুনে পুনঃ পুনঃ,
সিদ্ধজাতি অসিদ্ধ যে নহে॥
দেবের বৈরি নাশিতে, অবতীর্ণ পৃথিবীতে,
নরোত্তম পুরুষ প্রধান।
যোগীর অগম্য হয়ে, পশুসঙ্গে বনে রয়ে,
কিবা লীলা কর ভগবান॥
কহিছে চারণগণ, নমো রাম নারায়ণ,
রমাপতি সূর্য্যবংশধর।
শ্রীনিবাস জনার্দ্দন, নরেশ রঘুনন্দন,
জানকীরমণ রঘুবর॥
তব নামে বোধ হেন, অগ্নি স্পর্শ করা যেন,
সেইমত পাপ দগ্ধ হয়।

নামের মাহাত্ম্য গুণ, কহিতে নহ নিপুণঃ,
সহস্রবদনে দয়াময় ॥
কিন্নরগণেতে কয়, নমো রাম ব্রহ্মময়,
অসংখ্য প্রণাম শ্রীচরণে ।
আমরা পামর অতি, অভাজন মূঢ়মতি,
পরগতি সদা চিন্তা মনে ॥
রঘুবংশ শ্রেষ্ঠ তুমি, আকাশ পাতাল তুমি,
তব গুণ কহিতে কে পারে ।
প্রভু হে স্বরূপ তব, না জানেন বিধি ভব,
আমরা কি পারি বলিবারে ॥
হয়ে ভাবে গদগদ, চিন্তা করি মুক্তি পদ,
কহিছে নক্ষত্রগণ যত ।
সহস্রাংশু ভার্য্যে, সুধাংশুর একার্য্যে,
হই মোরা করি দণ্ডবৎ ॥
শ্রীচরণে নিরন্তর, মনঃ থাকে রঘুবর,
কর হে অচলা ভক্তি দান ।
শ্রীকেদারনাথ বলে, ও পদসরোজতলে,
অন্তকালে পাই যেন স্থান ॥

শ্রীরামচন্দ্র প্রতি তীর্থগণের স্তব ।

রাগিণী বেহাগ । তাল ঢিমে তেতালা ।

রামধন যোগীর ধন ব্রহ্মনারায়ণ, যে সৃষ্টি স্থিতি, প্রলয় কারণ হন ॥ যারে বিধি হর,

ধ্যায় নিরন্তর, সেই পরাৎপর, তুমি তাঁরে
ভাব মন ॥ ধ্রু ॥

পয়ার।

জাহ্নবী বলেন নমো দয়াল রাঘব।
তব পাদপদ্ম হৈতে হইনু উদ্ভব॥
গঙ্গা নামে সুবিখ্যাতা সকল সংসারে।
মুক্তি দান করিতেছি সর্ব্বদা নরারে॥
আমি কি বলিব প্রভু যে রূপ তোমার।
নবনীলকায় পূর্ণব্রহ্ম অবতার॥
কৌশল্যাতনয় জগজ্জন হিতকারী।
সাক্ষাৎ পরম ধর্ম্ম লোক দর্পহারী॥
দেবারি নাশিতে অবতীর্ণ ভূমণ্ডলে।
প্রণমামি সীতাপতি চরণকমলে॥
পাতকী নিস্তারি হেতু নাম চমৎকার।
বারাণসি আসি স্তব করিতেছে আর॥
বারাণসি নামে আমি বিখ্যাত সংসারে।
তোমার মহিমা প্রভু কহিতে কে পারে॥
তব নাম উপদেশ জীবেরে করিয়া।
করিতেছি নিস্তার নির্ব্বাণ মুক্তি দিয়া॥
অতএব আমি তোমা করি হে ভজন।
চরণে শরণ দেহ শ্রীরঘুনন্দন॥
প্রয়াগ করেন স্তব শ্রীরামচরণে।
জয় রাম জয় রাম বলিয়া বদনে॥

তোমার যে নাম উপদেশের কারণ।
ভাস্কর সর্ব্বদা হেথা করেন গমন॥
এই হেতু মুক্তিদাতা হয়েছি প্রভু আমি।
না জানি তদন্ত প্রণমামি সীতাস্বামী॥
মায়া কন হে নাথ হে সীতাপতি রাম।
তোমার মায়াতে ধরি মায়াবতী নাম॥
তীর্থ সকলের শ্রেষ্ঠ আমি হইতেছি।
আজ্ঞানুসারেতে মুক্তি দান করিতেছি॥
কিন্তু তুমি মোরে স্থান দেহ শ্রীচরণে।
দিবানিশি পাদপদ্ম জাগে যেন মনে॥
প্রণাম করিয়া কাঞ্চি কন যোড়হাতে।
হয়েছি কাঞ্চনবতী তোমার আজ্ঞাতে॥
যে ব্যক্তি এ স্থানে মরে কাঞ্চন সে হয়।
আমাকে প্রসন্ন হয়ে রক্ষ দয়াময়॥
পুষ্কর কহেন রামচন্দ্র প্রণমামি।
সব তীর্থ মধ্যেতে পুষ্কর তীর্থ আমি।
তোমার আজ্ঞাতে আমি জীবেরে নিস্তারি
প্রদান করি হে সদা নির্ব্বাণে বিস্তারি॥
নর্ম্মদা কহেন বিভু তুমি পূর্ণব্রহ্ম।
আমি তব আজ্ঞা মত করিতেছি কর্ম্ম॥
জীব সকলেরে করি কুশল প্রদান।
এই হেতু নর্ম্মদা হইল মোর নাম॥
আমি পাপরূপা করি তোমারে প্রণতি।
করুণানয়নে [illegible] হের হে সৎপ্রতি॥

কহিছেন স্বরসতী প্রসাদে তোমার।
হইয়াছে নির্ব্বাণ সলিল যে আমার॥
যাহার উদরে জল থাকয়ে যাবৎ।
তার মহাপাপ নষ্ট করয়ে তাবৎ॥
ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ সব নষ্ট করে।
অতএব আমি নতি করিহে সত্বরে॥
গলায় অঞ্চল দিয়া কহেন যমুনা।
শমনের স্বসা আমি অতি সুলক্ষণা॥
নির্ম্মল এ জল মম যেবা পান করে।
সপ্ত মাস স্থিতি তার হয়ত উদরে॥
মিথ্যার সংযুক্ত পাপ যে সকল তাহা।
নষ্ট করি আমি তার পাপ মহা মহা॥
এক্ষণে তোমাকে আমি জানিবার তরে।
ধরণী লোটায়ে করি প্রণাম সত্বরে॥
নানাবিধ স্তব স্তুতি করে তীর্থগণে।
শ্রীরামচরিত্র শ্রীকেদারনাথ ভণে॥

শ্রীরাম প্রতি পর্ব্বতগণের স্তব।

রামনাম কর সার অনিত্য বিষয়চিন্তা করো নাক আর॥ অমাত্য পাত্র জন, দারা সুত ভ্রাতৃগণ, মায়াতে বদ্ধ আপন, কে তোমার তুমি কার॥

পয়ার।

সুমেরু করেন স্তব চক্ষুনীরে ভাসি।
নমস্তে করুণাময় রাম গুণরাশি॥
তব পদরজঃ স্পর্শে আমার উপর।
সে পুণ্য প্রতাপে আমি হয়েছি অমর॥
চন্দ্র সূর্য্য আর সুরগণে বাস করে।
সহিতেছি সেই ভার পুলক অন্তরে॥
ও চরণ সরোজকে প্রণতি বিস্তর।
সর্ব্বদা আমারে রক্ষা কর রঘুবর॥
কহিছেন হিমালয় করিয়া ভকতি।
পাদপদ্ম পূজা করি যেমন শকতি॥
তাহাতে করিয়া তব করুণা বিহিতে।
হয়েছে আমার গৌরী হেন দুহিতে॥
তব নাম ভজনেতে হয়েছে এ ফল।
তোমার প্রসাদে মোর নাহি অমঙ্গল॥
তবে বিন্ধ্য যোড়করে করেন স্তবন।
প্রত্যহ তোমারে আমি করি হে স্মরণ॥
তোমার মায়াতে শৈলরূপা গিরিকন্যা।
আমাতে বিরাজ নিত্য করেন অপর্ণা॥
কহিতেছে শ্রীগন্ধমাদন ধরাধর।
হে জগদান্তর আমি তোমার কিঙ্কর॥
হয়েছি সকল ঔষধির যে আধার।
তুমি নাথ বিশ্বাধার রক্ষ ত্রিসংসার॥

কহি হে প্রণাম আমি তোমার চরণে।
অকিঞ্চন জনে হের করুণা নয়নে ॥
ভক্তিভাবে মলয় কহেন যোড়হাতে।
হয়েছি সুগন্ধিযুক্ত তোমার কৃপাতে ॥
সুগন্ধি চন্দন আদি করিয়াত আর।
তুলসী চরণপদ্ম স্পর্শেতে আমার ॥
তাহাতে মুকতি পদ ধন্য সীতাপতি।
ও চরণ বিনে মোর অন্য নাহি গতি ॥
মৈনাক বলেন প্রভু করি নমস্কার।
পার্ব্বতীর ভ্রাতা আমি গিরীন্দ্রকুমার ॥
কৃপাকাংক্ষী নাথ হে শরণাগত আমি।
অনুকূল হও মোরে জগতের স্বামী ॥
তুমি ভর্ত্তা তুমি কর্ত্তা তুমি সে বিধাতা।
তুমি জপ তুমি তপঃ মোক্ষফলদাতা ॥
তুমি হে সৃজনকারী প্রলয় কারণ।
সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ তোমাতে ধারণ ॥
কি আর কহিব আমি পাষাণমূরতি।
সর্ব্বক্ষণে শ্রীচরণে থাকে যেন মতি ॥
রামপদ পূজি শৈলগণে আনন্দিত।
শ্রীকেদারনাথ কহে শ্রীরামচরিত ॥

শ্রীরামচন্দ্র প্রতি গয়াসুরের স্তব।

জয় জয় রাম জয় সীতারাম, রাম রাঘব হরে। ধ্রু

পয়ার।

এই রূপ হইতেছে কথোপকথন।
উপস্থিত গয়াতীর্থ সঙ্গে পিতৃগণ॥
প্রবৃত্ত হলেন স্তুতিপাঠে মনোরমে।
নমস্কার করি প্রভু হের এ অধমে॥
আমার মস্তকে তব যুগল চরণ।
প্রদান করেছ রাম কমললোচন॥
সেইত তেজেতে করি তব পিতৃগণে।
তরাইতে পারি কৃপা কর দীনজনে॥
নমো নমো বিশ্বপতি নমো রঘুবর।
নমস্তে পুরুষোত্তম ব্রহ্মপরাৎপর॥
ধন্য মর্ত্ত্যপুরবাসি পুণ্যের প্রকাশ।
গোলোক ছাড়িয়া অবতীর্ণ শ্রীনিবাস॥
কল্যাণ কুশলে লোক বঞ্চে পৃথিবীতে।
ব্রহ্মপদ দরশন পায় যে করিতে॥
ভক্তিভাবে রঘুনাথে করিল পূজন।
কায়মনে বহুবিধ করিল স্তবন॥
অপূর্ব্ব শ্রীরামরাসকথা সুললিত।
শ্রীকেদারনাথ কহে শ্রীরামচরিত॥

শ্রীরামচন্দ্র প্রতি বৃক্ষ ও পশু পক্ষাদির স্তব।

রাগিণী মুলতান। তাল কাওয়ালি।

কেন মনঃ মজনা রে রাঙ্গাপায়। ভাব রে সেই ভবভয় নিবারণ, নবদুর্ব্বাদল শ্যাম, শ্রীরাম গুণ

শ্যাম, কি কর না ভাব হায় বিফলে দিন যায় ॥
তরিবে কি গুণে বল, কি তোর আছে সম্বল,
রাম নাম বিনে অন্য, না দেখি উপায় ॥ তত্ত্ব
কাল না চিন্তিলে, পরমাত্ম না ভাবিলে, নিকট
হইল আসি, শমনের দায় ॥

পয়ার।

বৃক্ষগণ কহিতেছে রাম দয়াময়।
হইয়াছি পঙ্গুরূপ পাপী দুরাশয়।
তব পূজা করি হে এমত নাহি শক্তি।
কেবল শ্রীপদ ছায় আছে সদা ভক্তি॥
নবীন প্রফুল্ল পুষ্প পল্লব দ্বারায়।
মনের দ্বারায় সদা পূজি হে তোমায়॥
তবে পশুগণ আসি হাত প্রণমিয়া।
জ্ঞান আর বৈরাগ্যেতে বিহীন হইয়া॥
পশুকুলে জন্মিয়াছি অতি অপকৃষ্ট।
বৃথা প্রাণ ধরিয়াছি অতি দুরদৃষ্ট॥
আর কিছু নাহি শক্তি খেদে কান্দে মন।
অনিমিক হয়ে ভাবি ও রাঙ্গা চরণ॥
যথোচিত রূপেতে করি হে দরশন।
মোসবারে কর কৃপা বারি বরিষণ॥
সজল নয়নে স্তব করে পক্ষিগণ।
চক্ষুধারা পক্ষদ্বয় করে বিচারণ॥

ক্ষুদ্রমতি ক্ষুদ্রজাতি দুরাচার অতি।
তোমা সেবা হীন হইয়াছি রঘুপতি॥
কেবল মনেতে নাথ করি নমস্কার।
আমা সবাকারে দয়া কর একবার।
বিস্তর করিল স্তব পশু পক্ষিগণে।
শ্রীরাম চরিত্র শ্রীকেদারনাথ ভণে॥

সীতা সহ শ্রীরামচন্দ্রের ক্রীড়ায় গমন।

এই রূপে সকলেতে করেন স্তবন।
সেই কালেতে উঠিল বাদ্যের ঘোষণ॥
নানা বাদ্য বাজিতেছে শুনিতে সুন্দর।
বীণা বাঁশী তুরী ভেরী বাজিছে বিস্তর॥
নানা নৃত্য গীত হইতেছে সেই স্থানে।
জয়ধ্বনি নমঃধ্বনি সদা শুনি কাণে॥
বিস্তর বিস্তর শুনি সুক্ত বেদ ধ্বনি।
মহাশব্দে কোলাহলে পূরিল মেদিনী॥
কোটি২ ঘণ্টা কোটি কোটি শঙ্খবাজে।
সীতা সহ রাসমঞ্চে শ্রীরাম বিরাজে॥
সে স্থানের বৃক্ষ পশুপক্ষী আদি যত।
সে সবার ভাগ্য কথা আমি কব কত॥
যেহেতু সীতার সহ শ্রীরঘুনন্দন।
নিরন্তর করিতেছে চরণ দর্শন॥

কেহ কেহ উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছে।
কেহ নৃত্য করে কেহ বাদ্য বাজাইছে॥
করিছে প্রশংসা কেহ হরিষ অন্তরে।
এই রূপে রাসমঞ্চে শ্রীরাম বিহরে॥
নিত্যানন্দময়ী সীতা প্রফুল্ল বদনে।
পরিতুষ্ট হয়ে কন যত দেবগণে॥
তোমরা একণে মোর শুনহ বচন।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর আদি যত ভক্তগণ॥
মোর নিমন্ত্রিত যে যে সে সবারে লয়ে।
ভোজন করহ সবে একত্রিত হয়ে॥
ভ্রান্তিক্রমে নিমন্ত্রণ না হৈল যাহার॥
ভোজন করহ সবে সহিতে তাহার॥
সুখেতে ভুঞ্জহ নানা রস পুত্রগণ।
আমার আজ্ঞাতে সবে করহ ভোজন॥
সীতা আজ্ঞা শিরধার্য্য করি দেবগণে।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর আদি আহ্লাদিত মনে॥
প্রবর্ত্ত হলেন সবে করিতে ভোজন।
আনন্দে ভোজন করি হৈল আচমন॥
জানকীর অঙ্গ হৈতে যে সব পূর্ব্বেতে।
হয়েছিল উৎপন্ন সীতা আদেশেতে॥
ঐ কালে শ্রীরাম করিলা আচম্বিতে।
তাহাদিগে অঙ্গে লয় করি হৃষ্টচিতে॥
সীতা সহ ক্রীড়ায় প্রবর্ত্ত রামধন।
বিরাজেন রাসমঞ্চে ব্রহ্ম সনাতন॥

তাহার উপমা দিতে নাহি ত্রিসংসারে।
অশেষ শ্রীরামলীলা কে বর্ণিতে পারে॥
ভকত বৎসল রাম দশরথসুত।
কৃপাময় বিশেষ অশেষ গুণযুত॥
শ্রীকেদারনাথ চাহে চরণে শরণ।
রামরাসলীলা কথা হৈল সমর্পণ॥

ইতি শ্রীজ্ঞানকাণ্ডে মহাযোগে শ্রীউমা মহেশ্বর,
সম্বাদে বামদেব সংহিতায়াং রাম-
রাস স্মৃতি অধ্যায়।